এক দশকের সাফল্যের গৌরবে

বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২০০৯ থেকে ২০১৮

এক দশকের সাফল্যের গৌরবে

বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(২০০৯ থেকে ২০১৮)

এক দশকের সাফল্যের গৌরবে

বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(২০০৯ থেকে ২০১৮)

সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বৈরীতা নয়; একটি শান্তির বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মানবিক এ মহান দর্শন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল মন্ত্র।

বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রথম মিশনের প্রতিষ্ঠা ঘটে ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকার গঠনের পরদিনই। সেসব ছিল আগুনঝরা দিন। বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে স্বাধীনতার ডাক শুনে, পরাধীনতার শেকল চিরতরে উপড়ে ফেলতে সেদিন আপামর বাঙালি ঝাঁপ দিয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধে। বেদনা আর বিদ্রোহ, বীরত্ব আর আত্মত্যাগের কাব্যগাথা প্রতিদিন লেখা হচ্ছে বাংলার সারাটা মানচিত্র জুড়ে। বঙ্গবন্ধুর অমোঘ আহ্বান বুকে ধারণ ধরে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সেই দাবিকে বিশ্বসমাজে তুলে ধরতে সেদিন মুক্তির রণাঙ্গনে ছুটে আসতে বিলম্ব করেননি দেশে বিদেশে তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিক আর কর্মকর্তারা। সব ছেড়ে এসে যোগ দিয়েছেন অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে। ভারতের কলকাতা আর দিল্লি ছাড়াও নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন আর লন্ডনে জোর কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে গেছেন। 'গণহত্যার অবসান, বাংলাদেশের স্বীকৃতি' এই দাবিতে সভা-সমাবেশ করেছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। এসবের মধ্য দিয়ে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছেন মুক্তিপাগল বাঙালির প্রামাণ্য সত্য, একদিক গণহত্যা আর অন্যদিকে লড়াইয়ের গল্প, বিশ্ব জনমত পরিচালিত করেছেন বাংলাদেশের সপক্ষে, ত্বরান্বিত করেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

উপনিবেশিক স্বাধীনতাপূর্ব সেদিনের সেই বাংলা আর আজকের বাংলাদেশ, অবনমনের অতল থেকে উত্থানের শিখরে ওঠার এক মহান বিজয়গাথা। গৌরবময় স্বাধীনতা অর্জনের অর্ধশতবার্ষিকী ছুঁতে যাচ্ছি আমরা শিগগিরই। এ প্রেক্ষিতে অত্যন্ত গর্ব ও সৌভাগ্যের বিষয়, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশ। সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর রেখে যাওয়া কাজের হাল শক্ত হাতে ধরে আছেন তারই যোগ্য উত্তরসূরি। স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর হাতেই গড়ে ওঠে পররাষ্ট্রনীতির মূল স্তম্ভ আর রচিত হয় তার প্রাথমিক সোপান। জাতির পিতার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হিসেবে বিশ্বসভায় ঠাঁই করে নেয় বাংলাদেশ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সার্বজনীন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে

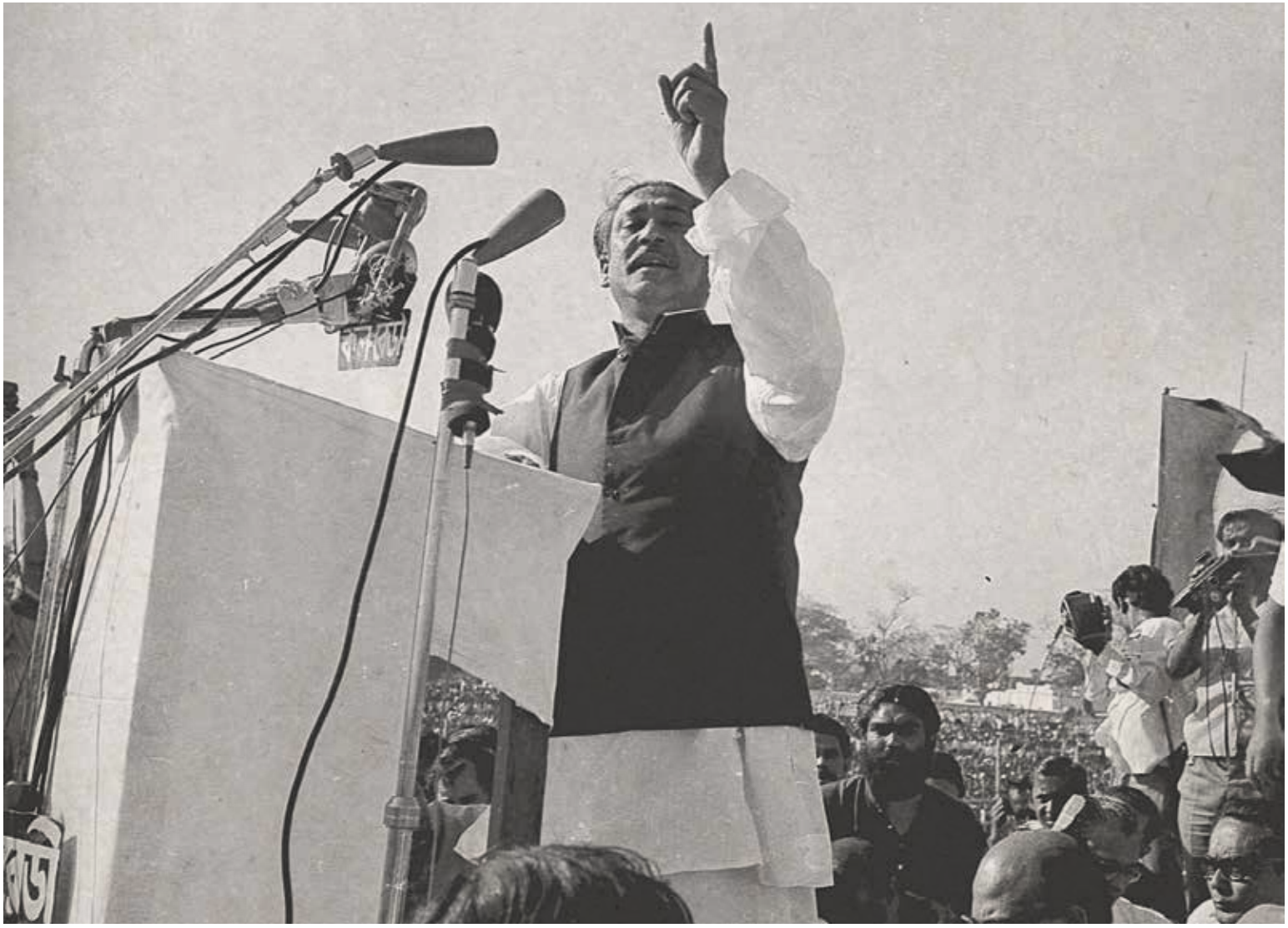

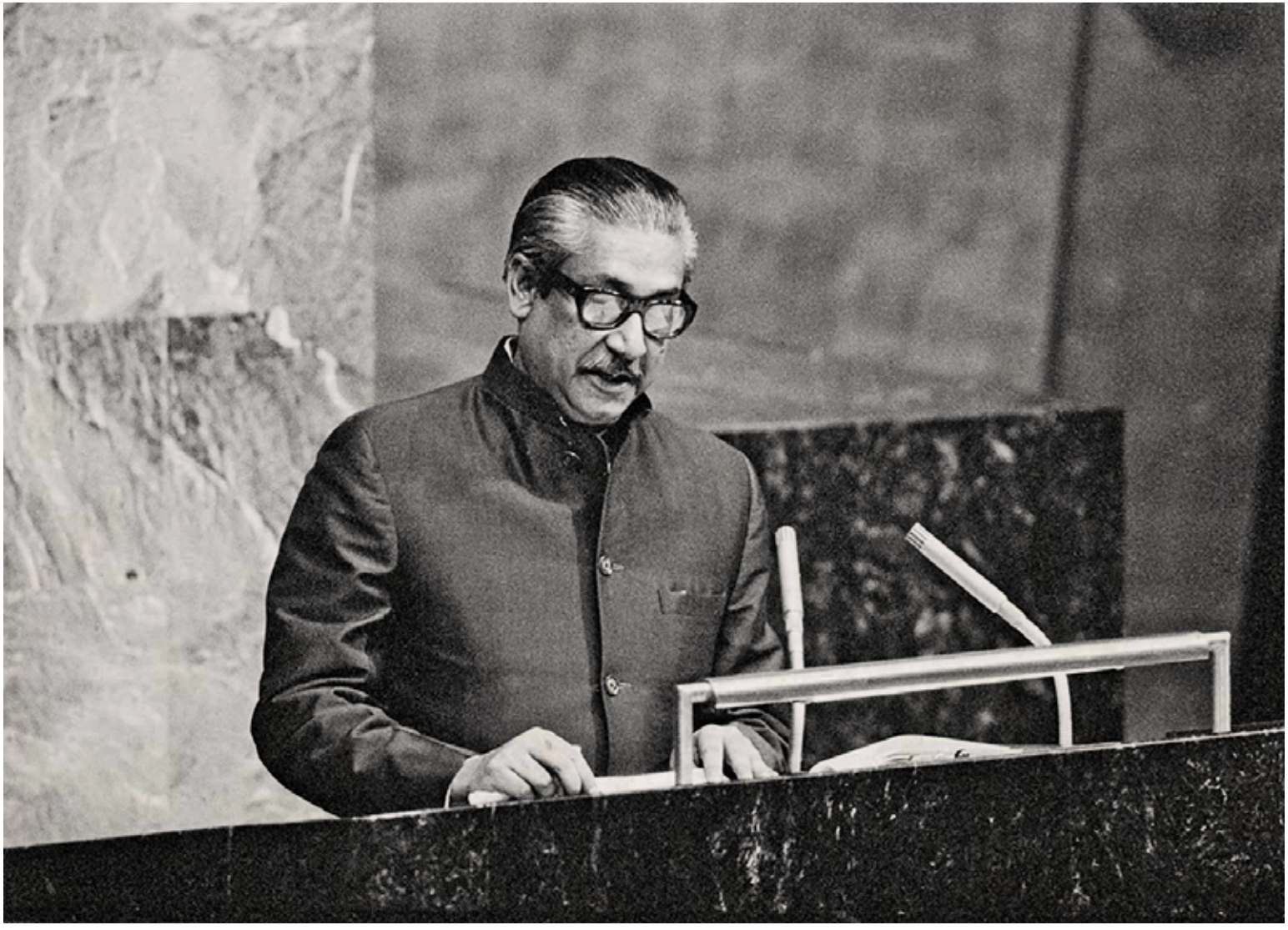

তার দেয়া হৃদয়গ্রাহী ভাষণে। বাংলার গৌরব ও শক্তিশালী অবস্থান সুস্পষ্ট করতে বাংলা ভাষায় দেয়া ওই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, বাংলাদেশ প্রথম থেকেই জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করছে। এর মূলকথা, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এবং সকলের সাথে মৈত্রী।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যার নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতার মর্যাদা আর মূল্যবোধের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা শান্তিমুখী অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে চলেছি। এ উপলব্ধি থেকে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ২০০০ সাল থেকে প্রতিবছর 'শান্তির সংস্কৃতি' (কালচার অব পিস) শীর্ষক প্রস্তাব পেশ করার ক্ষেত্রে সর্বদাই অগ্রণী ভূমিকা রেখে আসছে বাংলাদেশ। জনগণের সার্বিক কল্যাণকে কেন্দ্র করেই আমাদের পররাষ্ট্রনীতি আবর্তিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের গুণে বিগত এক দশকে অকল্পনীয় সমৃদ্ধি অর্জন হয়েছে দেশের ভেতর, ব্যবসা-বাণিজ্য আর যোগাযোগের অভাবনীয় প্রসার এবং মর্যাদাবৃদ্ধি ঘটেছে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে।

২০০৯ সালের জাতীয় নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার পর থেকে উন্নয়নের মহাসড়কে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। দারিদ্র্যহার নেমে এসেছে প্রায় শূন্যের কোঠায়। অবকাঠামো নির্মাণ, জ্বালানি স্বনির্ভরতা আর মানবসম্পদ উন্নয়নে বিশ্বমাঝে আজ অনন্য দৃষ্টান্ত হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে বাংলাদেশ। ইতিহাসকে এগিয়ে নিতে হলে ইতিহাসের দায় মেটাতে হয়। আর সে দায় পালনে যথারীতি বজ্রকঠিন প্রত্যয়ে আগুয়ান রয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মহান মুক্তিযুদ্ধ গণহত্যার শিকার শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভয়াবহ গণহত্যার কালস্মৃতি বিজড়িত ২৫ মার্চকে 'গণহত্যা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের

কূটনৈতিক কার্যক্রমের অন্যতম একটি তৎপরতা হচ্ছে, গণহত্যার সাথে জড়িত দেশে এবং বিদেশে অবস্থানরত মানবতাবিরোধী অপরাধীদের খুঁজে বের করা এবং তাদের বিচারের কাঠগড়ায় হাজির করা। আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অন্যতম আরেকটি কূটনৈতিক কার্যক্রম ৭১-এর গণহত্যাসহ সকল ঐতিহাসিক ট্রাজেডির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করার লক্ষ্যে বিশ্ব দরবারে ঐকান্তিক প্রয়াস অব্যাহত রাখা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের অর্থনীতির মুল লক্ষ্য উৎপাদনে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, উন্নয়নের সুফল সবার কাছে পৌঁছে দেয়া। তার নেতৃত্বাধীন সরকারের আন্তরিকতা আর দক্ষতার সুবাদে বৈশ্বিক মন্দাকাল সত্ত্বেও আটের ঘরে ক্রমবর্ধমান রয়েছে জাতীয় প্রবৃদ্ধি। দেশে আজ বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল ছাড়িয়েছে ৩৩ বিলিয়ন ডলার আর ৩৭ বিলিয়ন ডলার টপকে গেছে রপ্তানি আয়। মোট দেশজ উৎপাদন বিবেচনায় বাংলাদেশ এ মুহূর্তে বিশ্বের ৪৩তম শক্তিশালী অর্থনীতি। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের বৈশ্বিক মডেল হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যাত্রা শুরু করেছি। বিশ্বব্যাংক ২০১৫ সালে বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। আমাদের মাথাপিছু আয় ২০০০ সালের ৫০৩ মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮ সালে ১৭৫২ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্যের হার ২০০৬ সালের শতকরা ৪১.৫ ভাগ থেকে শতকরা ২১.৮ ভাগে নেমে এসেছে।

ভূরাজনৈতিক মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। এর সুবিবেচক প্রয়োগের সুবাদে আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিগত সময়ে অভাবনীয় কূটনৈতিক সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ। এর সুফল হিসাবে আমাদের আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বেড়েছে বহুগুণে। পরিণতিতে বিনিয়োগ এবং সমৃদ্ধি সম্ভব হচ্ছে দেশের মাটিতে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন আমাদের সকল প্রচেষ্টা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে রূপান্তরের রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য সর্বশক্তি বিনিয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে এসডিজি কাজ করবে তারই পরিপূরক হিসাবে। তিনি তার সরকারের সকল অঙ্গপ্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা দিয়েছেন যাতে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়।

বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সামগ্রিক প্রেক্ষিতেই, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ দিক নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে বদ্ধ পরিকর।

OF GOVERNANCE &

আমাদের পররাষ্ট্র নীতির পাঁচ লক্ষ্য

- ভারত ও নিকট প্রতিবেশী দেশসহ বিশ্বের সকল দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বজায় রাখা
- জাতিসংঘসহ বহুপক্ষীয় বৈশ্বিক সভায় বাংলাদেশের স্বার্থ সুরক্ষা
- ইইউ, জি-সেভেন ও জাপানসহ বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ
- মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান এবং দক্ষ ও আধাদক্ষ জনশক্তির জন্য বিদেশে কর্মসংস্থান করা
- ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বাংলাদেশের স্বার্থ সুরক্ষার বিষয়ে সচেষ্ট ও তৎপর থাকা

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার

- উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং আন্তঃসংযোগ বৃদ্ধি। জনগণ পর্যায়ে বৃহত্তর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, বাণিজ্য বৃদ্ধি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া করতে এটি অপরিহার্য।
- আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহে ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক ইস্যু, যেমন, জলবায়ু পরিবর্তন, সন্ত্রাস ও ধর্মীয় উগ্রবাদ, আন্তর্জাতিক অভিবাসন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে দেশের স্বার্থ সুরক্ষা ও নিশ্চিত করা।
- শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন সংঘাত-উত্তর পরিস্থিতিতে জাতিসংঘের শান্তি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমে বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাত্রা ও পরিধি বাড়ানোর লক্ষ্যে নিবিষ্ট থাকা।
- মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য প্রচলিত শ্রমবাজারের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অভিবাসী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানে সচেষ্ট থাকা।

বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে অর্জিত সাফল্যের খতিয়ান

১. অভিবাসন

অভিবাসন বর্তমান বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (এসডিজি) অর্জনের মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল ও অর্থনৈতিকভাবে গতিশীল বিশ্ব গড়ার ক্ষেত্রে অভিবাসনের ভূমিকা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত হয়েছে ইতোমধ্যে। এ লক্ষ্যে একটি নিরাপদ, নিয়মিত এবং সুষ্ঠু অভিবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন বিশ্ব নেতারা। অভিবাসনসংশ্লিষ্ট বৈশ্বিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে কাজ করে চলেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে গঠনমূলক অবদান রাখার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ইতোমধ্যেই একটি বলিষ্ঠ ও স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরিতে সমর্থ হয়েছে তারা। এরই স্বীকৃতি হিসাবে ২০১৫ সালে অভিবাসন ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বৈশ্বিক ফোরামের (জিএফএমডি) সভাপতি নির্বাচিত হয় বাংলাদেশ।

বিশ্বব্যাপী প্রতিনিয়ত প্রবাহমান বিশাল জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই অভিবাসী হয়ে থাকলেও এ বিষয়ে কোনো আন্তর্জাতিক কাঠামো আজ পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০১৬ সালের এপ্রিলে জাতিসংঘে প্রথমবারের মত অভিবাসীদের গ্লোবাল কমপ্যাক্ট বিষয়ক একটি ধারণাপত্র উপস্থাপন করে এবং নিরাপদ, নিয়মিত ও সুষ্ঠু অভিবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে একটি সুনির্দিষ্ট বৈশ্বিক রূপরেখা প্রণয়নের অনুরোধ জানায়। অব্যাহত জোর কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭১তম অধিবেশনে বাংলাদেশের গ্লোবাল কমপ্যাক্ট বিষয়ক প্রস্তাবনাটি অন্তর্ভুক্ত করে শরণার্থী ও অভিবাসী বিষয়ক নিউ ইয়র্ক ঘোষণা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

Global Forum on
MIGRATION & DEVE
Inauguration - Ninth G
10 December 201

Global Fo
MIGRATI
Inauguration - N
10 De

rum on
ON & DEVELOPMENT
linth GFMD Summit
cember 2016

জিএফএমডির সভাপতি হিসাবে ২০১৬ সালের ১০-১২ ডিসেম্বর সাফল্যের সাথে ঢাকায় ফোরামের ৩-দিনব্যাপী নবম শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শীর্ষ সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তৃতায় তিনি বিশ্বের অভিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য একটি সুষ্ঠু, নিয়মিত ও নিরাপদ অভিবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। শীর্ষ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইএমও) প্রধানগণ, জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি এবং গ্লোবাল মাইগ্রেশন গ্রুপের (জিএমজি) সভাপতিসহ বিশ্বের ১২৫টি দেশ থেকে প্রায় ১,০০০ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধি, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ৩৫ জন পর্যবেক্ষক এবং ৩০টি আন্তর্জাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রস্তাবিত গ্লোবাল কম্প্যাক্টের পাশাপাশি বিশ্ব অভিবাসনসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর বিশদ আলোচনা হয়। সম্মেলনে প্রস্তাবিত সুপারিশ ও মতামতের ভিত্তিতে অভিবাসন বিষয়ে জিএফএমডির পরবর্তী কর্মপরিকল্পনার আলোকে 'জিএফএমডি চেয়ারস সামারি' গৃহীত হয়। পাশাপাশি, অভিবাসী শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষা ও তাদের সুষ্ঠু অভিবাসন নিশ্চিত করতে আরও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। উল্লেখ্য, জিএফএমডির কোনো শীর্ষ সম্মেলনে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এই প্রথমবারের মতো 'বিজনেস মেকানিজম' অন্তর্ভুক্ত করা হয় যা এ সম্মেলনের একটি বড় অর্জন। বহুপক্ষীয় এ সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে বাংলাদেশের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসিত হয়। বাংলাদেশের সামগ্রিক ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয় বিশ্ব পরিমন্ডলে।

অভিবাসনকে বৈশ্বিক উন্নয়নের একটি সহায়ক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অভিবাসনের বিভিন্ন মাত্রা, সমস্যা ও উন্নয়ন সুবিধাগুলির ওপর আলোকপাত করা এবং ২০১৫-উত্তর জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচিতে অভিবাসন বিষয়টির অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী যে জোরালো প্রচেষ্টা দৃশ্যমান, তার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছে বাংলাদেশ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুকক্ত হয়েছে অভিবাসন। এজেন্ডা ২০৩০-এ অভিবাসন বিষয়ক লক্ষ্যমাত্রা (১০.৭)-এর অন্তর্ভুক্তিকরণেও মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

২. জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান বিশ্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক সংকট। এর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় অবদান রাখার পাশাপাশি বিশ্বজনীন আলোচনায় স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণে সদা সচেষ্ট রয়েছে বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তনে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির বিশ্ব ফোরামে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের মুখপাত্র হিসেবে নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রতিকূলতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অনন্য দক্ষতা ও সাফল্য প্রদর্শনের সুবাদে বিশ্বের অনেক দেশের কাছে আজ একটি রোল মডেল হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে বাংলাদেশ।

উল্লেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অগ্রণী সৈনিক হিসাবে ২০০৯ সালে নিজস্ব অর্থায়নে ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি ক্লাইমেট ট্রাস্ট তহবিল গঠন করার মধ্য দিয়েই বিশ্বের নজর এবং প্রশংসা কেড়ে নেয় বাংলাদেশ। পাশাপাশি, জলবায়ু বিষয়ক সর্বোচ্চ বিশ্ব ফোরাম জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনএফসিসিসি)-এর কনফারেন্স অব দ্য পার্টিজ (সিওপি)-এ

বরাবর কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে বাংলাদেশ। এ ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল মরক্কোর মারাকেশ শহরে ২০১৬ সালের ৭-১৮ নভেম্বর সিওপি-২২ সম্মেলনে অংশ নেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা প্যারিস চুক্তির প্রায়োগিক বিষয়টি কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে গভীর আস্থা ব্যক্ত করেন। একই সাথে সেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবপ্রসূত ক্ষতির মোকাবেলায় বহুপক্ষীয় সহযোগিতা ও রাষ্ট্রসমূহের সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকার ব্যাপারেও দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে তার ভাষণে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশের দৃঢ় সংকল্পের কথা উল্লেখ করে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একযোগে কাজ করার লক্ষ্যে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি তার বক্তব্যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবেলায় বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধ এবং অভিযোজন বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের নানা পদক্ষেপ ও কর্মসূচি তুলে ধরেন। সম্মেলনে প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের অভিযোজন, প্রশমন, জলবায়ু অর্থায়ন, লস-অ্যান্ড-ড্যামেজ, প্রযুক্তি আহরণ ও হস্তান্তরসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়। বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল এসব আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে বিশ্বঅঙ্গনে জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থান ও স্বার্থসমূহ তুলে ধরে। অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রমে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ঋণের পরিবর্তে পর্যাপ্ত ও সহজলভ্য অর্থ মঞ্জুরি সহায়তা হিসাবে প্রদানের জন্য পূর্বের ন্যায় এবারও ধনী দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানায় বাংলাদেশ, যা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে সম্মেলনে। পাশাপাশি, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সমন্বয়ক হিসেবে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় প্যারিস চুক্তির বিবেচনাধীন খসড়ার নেগোসিয়েশনে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে বাংলাদেশ।

UNITED NATIONS
PARIS CLIMATE AGREEMENT
SIGNING CEREMONY
22 APRIL 2016

MARRAKECH 2016
COP22 | CMP12 | CMA1
UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE
مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাবে কারণে ঝুঁকির মুখে পড়েছে উন্নয়নশীল দেশসমূহের উন্নয়ন কার্যক্রম। বিষয়টির প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশসহ জলবায়ু ঝুঁকিপ্রবণ দেশসমূহের সমন্বিত উদ্যোগে গঠিত হয়েছে ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম (সিভিএফ)। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে এর গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সিভিএফের আওতায় গঠিত হয়েছে ভি-২০ উদ্যোগ; জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা ২০টি দেশ এর সদস্য। ভি-২০ উদ্যোগের মাধ্যমে জলবায়ু অর্থায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দেশগুলোর কাছ থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোকে সহযোগিতা ত্বরান্বিত হয়েছে। জলবায়ুর প্রভাবজনিত ক্ষতিসমূহ মোকাবেলায় অভিযোজন ও প্রশমনের প্রচেষ্টাসমূহে নিবিড়ভাবে কাজ করে চলেছে বাংলাদেশ।

নবায়নযোগ্য জ্বালানী হিসাবে সৌরশক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্সে (আইএসএ) যোগ দিয়েছে বাংলাদেশ। এখন পর্যন্ত বিশ্বের ১২১টি দেশ এ উদ্যোগে সম্পৃক্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে মরক্কোর মারাকেশে সিওপি-২২ চলাকালীন ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাগ্রিমেন্ট অন আইএসওতে স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। আইএসএতে যোগদানের সুবাদে সৌর প্রযুক্তি গবেষণা ও অর্থায়নের ক্ষেত্র এবং উন্নততর প্রযুক্তিতে বাংলাদেশের প্রবেশাধিকার ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে।

V20
Ministerial Dialo
9:00 – 10:30
14th October 20
Pecatu, BNDCC2
BURKINA FASO
TIMOR-LESTE

জলবায়ু পরিবর্তন শীর্ষক বৈশ্বিক আলোচনা ও উদ্যোগে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

ক. মিউনিখ সম্মেলন

২০১৭ সালের ১৭-১৯ ফেব্রুয়ারি জার্মানিতে অনুষ্ঠিত মিউনিখ সিকিউরিটি কনফারেন্সে (এমএসসি) জলবায়ু নিরাপত্তা বিষয়ক প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার উদ্বোধনী বক্তৃতায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। খাদ্য, পানি এবং জলবায়ু উদ্বাস্তু সংক্রান্ত বিষয়াবলীকে জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানান। পানিবিষয়ে এসডিজি অর্জনের পাশাপাশি পানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থাপনায় গ্লোবাল ফান্ড গঠনে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

খ. আবুধাবি অ্যাসেন্ট

মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ২০১৪ সালের ৪-৫ মে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে 'আবুধাবি অ্যাসেন্ট' শীর্ষক সিওপি-২২ এর প্রস্তুতিমূলক আলোচনায় অংশ নেয়। গুরুত্বপূর্ণ এ সভায় জলবায়ু বিষয়ক কর্মকৌশল চিহ্নিতকরণ ও অভিযোজনসহ সাশ্রয়ী ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি, কৃষি ও বনজ সম্পদ, নগর যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, দুর্যোগ প্রতিরোধ ও ঝুঁকি মোকাবেলার পাশাপাশি জলবায়ু তহবিল গঠন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।

গ. খুলনায় ন্যানসেন ইনিশিয়েটিভ

২০১৫ সালের ৩-৫ এপ্রিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শিল্পনগরী খুলনায় ন্যানসেন ইনিশিয়েটিভের 'রিজিওনাল কনসালটেশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ, ডিজাসটারস অ্যান্ড হিউম্যান মবিলিটি ইন সাউথ এশিয়া অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ওশান' শীর্ষক পরামর্শ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১০টি দেশ ও জাতিসংঘসহ প্রায় ২০টি আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার প্রতিনিধি দলের প্রায় ১০০ সদস্য অংশ নেন। এই পরামর্শ সভার মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের কারণে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সুরক্ষা, পরিকল্পিত পুনর্বাসন প্রভৃতি বিষয়ে বেশকিছু বিশেষজ্ঞ সুপারিশ গৃহীত হয়। এসব সুপারিশ পরবর্তীতে ন্যানসেন ইনিশিয়েটিভের বৈশ্বিক পরামর্শসভায় উপস্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, ২০১৩ সাল থেকেই ন্যানসেন ইনিশিয়েটিভের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে বাংলাদেশ। এ সম্পৃক্ততার মাধ্যমে বাংলাদেশ তার জনগোষ্ঠির এক বিরাট অংশের পরিবেশ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত ঝুঁকির মধ্যে থাকার বিষয়টি বিশ্ব সম্প্রদায়ের সামনে তুলে ধরতে পারছে।

msc

Nansen Initiative Regional Consultation on
Climate Change, Disasters & Human Mobility in South Asia & Indian Ocean
3-5 April 2015
Khulna, Bangladesh

ABU DHABI
ASCENT

৩. পানি কূটনীতি

পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং সবার জন্য সুপেয় ও নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা নিশ্চিতকরণ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ বিবেচনায় বৈশ্বিক পরিমন্ডলেও পানি সম্পদ বিষয়ক আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। এ সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামের আলোচনায় পানিকে অন্যতম 'মানবাধিকার' হিসেবে উল্লেখ করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এর মাধ্যমে মানবজাতির অস্তিত্ব সুরক্ষায় পানির অপরিহার্যতার বিষয়টি পুর্নব্যক্ত হয়েছে। জাতিসংঘের পানি বিষয়ক 'হাই লেভেল প্যানেল অন ওয়াটার'-এর (এইচএলপিডবলিউ) একজন সম্মানিত সদস্য হিসেবে মনোনীত হয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে বিশ্বব্যাপী সবার জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিবিড়ভাবে কাজ করছে বাংলাদেশ সরকার। এর ফলে বিশ্বের সামনে পানি সম্পদের গুরুত্ব ও চ্যালেঞ্জগুলির পাশাপাশি এসবের মোকাবেলায় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরারও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হয়েছে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে।

BUDAPEST·2016
WATER
UMMIT
ágtalálkozó
BUDAPEST·2016
WATER
SUMMIT

পানি বিষয়ক বৈশ্বিক উদ্যোগ ও তৎপরতায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

ক. বুদাপেস্ট পানি সম্মেলন

২০১৬ সালের গত ২৮-৩০ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে হাঙ্গেরীর রাষ্ট্রপতি হিজ এক্সেলেন্সি মিস্টার জেনোস এডারের বিশেষ আমন্ত্রণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত বুদাপেস্ট ওয়াটার সামিট ২০১৬-এ অংশ নেন। সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের সংস্কৃতি, ধ্যানধারণা ও জীবনযাত্রায় পানির অসীম গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে 'সাত দফা এজেন্ডা' উত্থাপন করেন। তিনি বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে তাদের স্ব স্ব দেশের উন্নয়ন নীতিমালায় পানি সম্পর্কিত বিষয়কে অগ্রাধিকার দেয়ার আহ্বান জানান। সামগ্রিকভাবে তার এ সফরে পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বৈশ্বিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হয়েছে।

খ. জাতিসংঘের বিশেষ বৈঠক

২০১৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭১তম অধিবেশন চলাকালীন পানি বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের প্যানেলের একটি বিশেষ বৈঠকে অংশ নেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। বৈঠকে তিনি 'এজেন্ডা ২০৩০' কাঠামোর আওতায় পানিসম্পদ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সঠিক অবকাঠামো নির্মাণ, টেকসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রসার এবং আন্তঃরাষ্ট্র সহযোগিতা বৃদ্ধির গুরুত্ব তুলে ধরেন। পরবর্তী সময়ে একই বছরের ১৫-১৬ নভেম্বর মরক্কোর মারাকেশ শহরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনএফসিসিসি)-এর ২২তম কনফারেন্স অব দ্য পার্টিজ (সিওপি-২২)-এর হাই লেভেল সেগমেন্টে অংশ নেন। এখানে তিনি সবার জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা নিশ্চিত করতে সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

গ. নিউ ইয়র্ক সম্মেলন

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশসহ জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহে পানি সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। সীমিত এ প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার রোধ এবং সকলের প্রয়োজন মেটাতে পানির আহরণ, উন্নয়ন ও ব্যবহার সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে নিশ্চিত করা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে শুরু হওয়া বৈশ্বিক আলোচনার অংশ হিসোবে ২০১৬ সালের ২১ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত 'হাই লেভেল প্যানেল অন ওয়াটার' বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী যোগদান করেন। স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য এই প্যানেল কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

ঘ. নেদারল্যান্ডে ডেল্টা কোয়ালিশনের চেয়ারম্যান

২০১৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭১তম অধিবেশন চলাকালীন বাংলাদেশের পক্ষে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী নেদারল্যান্ডের কাছ থেকে ডেল্টা কোয়ালিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ ধারাবাহিকতায় জলবায়ুজনিত ক্ষতি মোকাবেলায় অভিযোজন ও প্রশমনের ওপর গুরুত্বারোপ করে ডেল্টা কোয়ালিশনভুক্ত দেশগুলোর সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা ও উপায় খুঁজে বের করার জন্য সক্রিয় কার্যক্রম নির্ধারণ করে বাংলাদেশ। ২০১৭ সালের ২৮-৩০ জুলাই ডেল্টা কোয়ালিশনের সেকেন্ড মিনিস্ট্রিয়াল কনফারেন্স এবং ওয়ার্কিং গ্রুপ মিটিং আয়োজনের লক্ষ্যে প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। উল্লেখ্য, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে কো-চেয়ার হিসাবে ডেল্টা কোয়ালিশনের সার্বিক কার্যাবলীর সমন্বয় করে থাকে। এছাড়া ডেল্টা কোয়ালিশনের সভাপতি থাকাকালীন এর সচিবালয়ের দায়িত্বও পালন করছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৪. অটিজম সংক্রান্ত কার্যক্রম

অটিজম ও স্নায়ুবিকাশ জনিত সমস্যার ক্রমবর্ধমান হার বর্তমান বিশ্বে একটি বড় স্বাস্থ্যগত চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। তবে আশার কথা, অটিস্টিক শিশুদের প্রতি সমাজের নেতিবাচক ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ইতোমধ্যেই সাধিত হয়েছে। অটিজম বিষয়ে বাংলাদেশের অবদান বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ ক্ষেত্রে শুধু জাতীয় বা আঞ্চলিক প্রেক্ষিতে নয়, বরং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অটিজম বিষয়ে সচেতনতা তৈরি এবং আক্রান্ত ব্যক্তিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূলধারায় একীভূত করার লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির প্রধান এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য কন্যা সায়মা ওয়াজেদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের ফলে বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে অটিজম বিষয়ে লক্ষ্যণীয় সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সায়মা ওয়াজেদের অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাকে 'এক্সেলেন্স ইন পাবলিক হেলথ অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করেছে। অটিজম আক্রান্ত শিশুদের কল্যাণে কাজের স্বীকৃতি হিসাবে তাকে 'চ্যাম্পিয়ন অব সাউথ ইস্ট এশিয়া' নির্বাচিত করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

অটিজম বিষয়ক বৈশ্বিক উদ্যোগে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ও ভুটানের যৌথ উদ্যোগে ২০১৭ সালের ১৯-২১ এপ্রিল ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন অটিজম অ্যান্ড নিউরো ডেভালপমেন্টাল ডিজঅর্ডারস (এএনডিডি ২০১৭)-এ অংশ নেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশ অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে সমন্বিত কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে। পাশাপাশি পারস্পরিক অভিজ্ঞতা ও ধারণা বিনিময়ের মাধ্যমে দেশগুলোর মাঝে অধিকতর সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্বের পথ খুঁজে বের করার আহ্বান জানানো হয় এ সম্মেলনে। সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তিদের সমাজের মূলধারায় অর্ন্তভর্ভুক্তির মাধ্যমে মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপনের সুযোগ করে দেয়ার কথা বলেন। এজন্য কার্যকর নীতি এবং কর্মসূচি গ্রহণের জন্য বিশ্বের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। থিম্পু সম্মেলনে অংশ নেয়ার মাধ্যমে আবারও প্রতিফলিত হয়েছে অটিজম বিষয়ে বাংলাদেশের অগ্রণী ভূমিকার বিষয়টি।

৫. অর্থনৈতিক কূটনীতি

বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দিয়ে অনুসরণ করছে দেশের পররাষ্ট্রনীতি। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বিশ্বের কাতারে উন্নীত করার লক্ষ্যে রূপকল্প ২০৪১ ঘোষণা করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এর আলোকে কার্যকর ও যুগোপযোগী নীতি গ্রহণ ও কার্যক্রম পরিচালনা করছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সরকারের নীতি ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপসমূহ বিদেশি কূটনৈতিক মিশনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরাম, সভা ও সেমিনারে তুলে ধরছে। বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি অর্জন করেছে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য। বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মন্দা থাকা সত্ত্বেও কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদারের কারণে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান সরকারের দক্ষ নেতৃত্বে বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ, রপ্তানি ও বিদেশে কর্মসংস্থানের ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে চলেছে দিন দিন।

ADESH-USA TICFA COUNCIL MEETING
17 MAY 2017
UEST H PADMA, DHAKA, BANGLADESH

বাংলাদেশের অর্থনীতি বহির্বিশ্বের সাহায্য ও অনুদান নির্ভর থাকার পরিবর্তে আজ বাণিজ্যিক অংশীদারিত্বে ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। বিগত সময়ে কূটনৈতিক মিশনগুলোতে বিদেশি সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থার পাশাপাশি বহুজাতিক কোম্পানি ও সিভিল সোসাইটির সাথে সম্পর্কবৃদ্ধির মাধ্যমে বাণিজ্যবৃদ্ধির পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। নতুন নতুন দেশের সাথে ব্যবসা ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করা হচ্ছে। প্রতিবেশী ছাড়াও এ অঞ্চলের দেশসমূহের সাথে ব্যবসা ও বিনিয়োগ সম্পর্ক বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। সরকার ইতোমধ্যেই ভারতের সাথে নতুন লাইন অব ক্রেডিটের আওতায় দুই বিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়েছে। কৌশলগত অংশীদারিত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছে চীনের সাথে। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পন্য ও সেবার বাধামুক্ত প্রবেশ এবং বিভিন্ন ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধা দূর করা ও বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দু'দেশের মধ্যে ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোঅপারেশন ফোরাম অ্যাগ্রিমেন্ট (টিকফা) চুক্তি সম্পাদন করেছে। এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। স্বল্পোন্নত দেশসমূহের চেয়ার হিসাবে বাংলাদেশ ডবলিউটিও এবং আঙ্কটাডে আলোচনা অব্যাহত যাতে এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর জন্য ট্রেড রিলেটেড আসপেক্টস অব ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস (ট্রিপস)-এর শর্ত আরো শিথিল করা হয়। ফলে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য শুল্কমুক্ত কোটায় রপ্তানির সুযোগ চালু রাখা সম্ভব হয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে ঔষধ শিল্পে ট্রিপসের আওতায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য ট্রানজিশন পিরিয়ড ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি সার্ক, বিমসটেক, বিসিআইএম, আসেম ইত্যাদি সংস্থার সাথে সক্রিয় আলোচনার মাধ্যমে বাণিজ্যবৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। মিশনগুলোর কর্মপরিধি ও কার্যক্রম বেড়ে যাওয়ায় নতুন সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে নতুন কূটনৈতিক মিশন খুলেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ফোরামে বাংলাদেশ

ক. বলিভিয়া জি-সেভেন প্লাস চায়না শীর্ষ সম্মেলন

বলিভিয়ার রাষ্ট্রপতি ইভো মোরালেসের আমন্ত্রণে মাননীয় রাষ্ট্রপতি ২০১৪ সালের ১৪-১৫ জুন বলিভিয়ার সান্তাক্রুজে অনুষ্ঠিত জি-সেভেন প্লাস চায়না শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেন। শীর্ষ সম্মেলনে জি-সেভেনের ৫০ বছর অর্জিত অগ্রগতি পর্যালোচনার পাশাপাশি বর্তমান বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিবেচনায় ২০১৫-উত্তর উন্নয়ন কর্মসূচি নির্ধারণে আলোচনা করা হয়। এর আগে ২০১৪ সালের ২৭-২৯ অক্টোবর দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউআইইএফ) দশম সম্মেলনে অংশ নেন। এ সম্মেলনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অংশগ্রহণের মাধ্যমে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের করণীয় নিয়ে বাংলাদেশের চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটেছে।

খ. ডাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের সম্মেলন

ডব্লিউইএফের নির্বাহী চেয়ারম্যান প্রফেসর ক্লাউস শোয়াবের বিশেষ আমন্ত্রণে ২০১৭ সালের ১৭-২০ জানুয়ারি সুইজারল্যান্ডের ডাভোস শহরে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের ৪৭তম বার্ষিক সভায় অংশ নেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। উল্লেখ্য, এবারই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের কোনো নির্বাচিত সরকারপ্রধান এ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত হন যা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গৌরব ও মর্যাদার বিষয়।

ORDEN MUNDIAL PAR

WORLD
ECONOMIC
FORUM

ডাভোস আলোচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা, কর্মক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং শিল্প কারখানাগুলোতে যথাযথ পরিবেশগত মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে তার সরকারের আন্তরিকতা ও গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ওপর আলোকপাত করেন। 'রূপকল্প ২০২১' এবং 'রূপকল্প ২০৪১' সামনে রেখে সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচির কথাও বিশ্বনেতৃবৃন্দের সামনে তুলে ধরেন তিনি। উল্লেখ্য, বার্ষিক সভা চলাকালে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের *দ্য ইনক্লুসিভ গ্রোথ অ্যান্ড ডেভালপমেন্ট রিপোর্ট* ২০১৭-এ বলা হয়, উন্নয়নশীল ৭৯টি দেশের মধ্যে সুষম উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ৩৬। এক্ষেত্রে প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ।

গ. চীনের কুনমিংয়ে বিসিআইএম বৈঠক

চীনের কুনমিংয়ে ২০১৪ সালের ১৭-২০ ডিসেম্বর বিসিআইএম (বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমার) ইকোনমিক করিডোর শীর্ষক প্রথম আন্তঃরাষ্ট্রীয় বৈঠকে পররাষ্ট্র সচিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশ নেয়। এতে আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল আঞ্চলিক দেশগুলোর অবকাঠামো এবং আর্থসামাজিক উন্নয়ন, বাণিজ্যের প্রসার এবং পিপল-টু-পিপল সংযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা। বিসিআইএমের দ্বিতীয় জয়েন্ট স্টাডি গ্রুপের (জেএসজি) আলোচনার জন্য বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণের লক্ষ্যে একই বছর

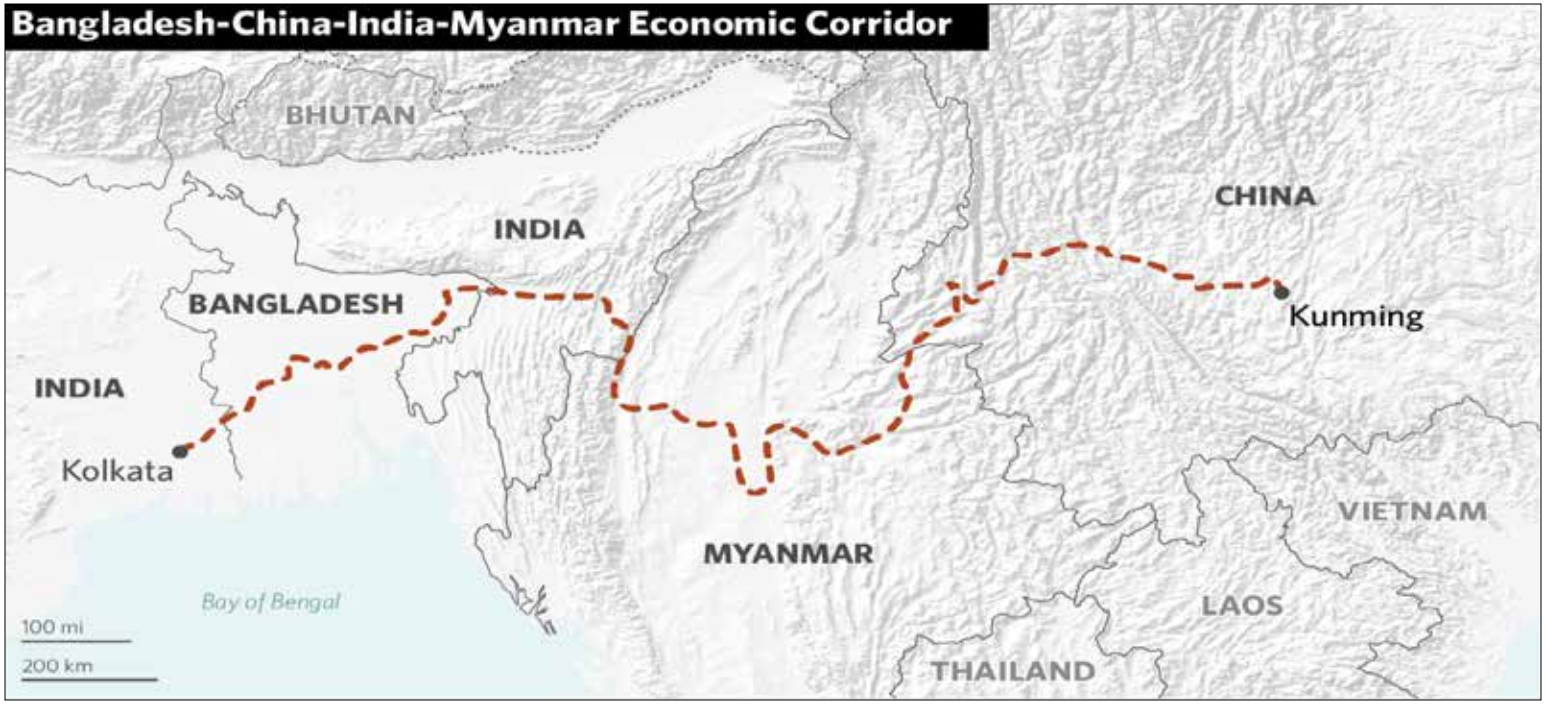

১৭-১৮ ডিসেম্বর কক্সবাজারে পররাষ্ট্র সচিবের সভাপতিত্বে বিসিআইএম-ইসি এবং জেএসজির দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ঘ. জেনেভায় বিশ্ব বিনিয়োগ ফোরামে বাংলাদেশ

২০১৪ সালের ১৩-১৬ অক্টোবর মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টমেন্ট ফোরাম ২০১৪-এ অংশ নেয়। এ সম্মেলনে বিনিয়োগ, বেসরকারি অর্থায়ন, বাণিজ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, আঞ্চলিক সহযোগিতা ও টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেন এবং এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি ও অবস্থান তুলে ধরেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জেনেভার বাংলাদেশ মিশন এর প্রস্তুতি ও সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে।

ঙ. নাইরোবিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দশম সম্মেলন

কেনিয়ার নাইরোবিতে ২০১৫ সালের ১০-১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) মন্ত্রী পর্যায়ের দশম সম্মেলনে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বেশ কিছু বাণিজ্য দিয়ে নাইরোবি প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। এরও আগে ২০১৩ সালের ৩-৬ ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত ডব্লিউটিওর মন্ত্রীপর্যায়ের সম্মেলনে অংশ নেয় বাংলাদেশ।

চ. প্যারিসে ওইসিডি সম্মেলন

২০১৪ সালের ২৬-২৭ জুন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল প্যারিসে অনুষ্ঠিত অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভালপমেন্ট (ওইসিডি)-এর মিনিস্ট্রিয়াল মিটিং অন রেসপনসিবল বিজনেস কনডাক্ট এবং দ্বিতীয় গ্লোবাল ফোরাম অন রেসপনসিবল বিজনেস কনডাক্ট শীর্ষক সভায় অংশ নেয়। মন্ত্রীপর্যায়ের এ সভায় পোশাক ও খনি শিল্পে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার, নিরাপত্তা ও সার্বিক নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন করণীয় নিয়ে আলোচনা হয়। এখানে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের বিভিন্ন দিক, যেমন, শ্রম নিরাপত্তা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, অগ্নি নিরাপত্তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারের নেয়া বিভিন্ন উদ্যোগ ও ভবিষ্যত করণীয় তুলে ধরা হয়।

ছ. জার্মানির বার্লিনে জি-সেভেন স্টেকহোল্ডার সম্মেলন

জার্মানির বার্লিনে ২০১৫ সালের ১০-১১ মার্চ জি-সেভেন স্টেকহোল্ডারস কনসালটেশন অন সাসটেইনেবল সাপ্লাই চেইন শীর্ষক সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল এতে অংশ নেয়। সম্মেলনে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, গবেষণা, এনজিও, ট্রেড ইউনিয়নের মাঝে সমন্বয়ের মাধ্যমে শিল্পায়ন, বিনিয়োগ ও শিল্প সংক্রান্ত কৌশল ও নীতিসমূহ পুনঃপর্যালোচনা নিয়ে আলোচনা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বার্লিনের বাংলাদেশ দূতাবাস এ আয়োজনের প্রস্তুতিমূলক সকল কাজ সম্পাদন করে।

জ. জাকার্তায় দ্বাদশ ইসলামি অর্থনৈতিক ফোরামে বাংলাদেশ

২০১৬ সালের ২-৪ আগস্ট ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় অনুষ্ঠিত ১২তম ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ইকোনমিক ফোরামে মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মুসলিম বিশ্বের বিনিয়োগ আকর্ষণ ও বাণিজ্য বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট মিশন এ আয়োজনের প্রস্তুতিসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করে।

ঝ. সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্মেলন ২০১৫

পররাষ্ট্র সচিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ২০১৫ সালের ২৬-২৭ আগস্ট সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০১৫-এ অংশগ্রহণ করে। সভায় বাংলাদেশে বাণিজ্য ও বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে সরকারের নেয়া বিভিন্ন প্রণোদনা ও পদক্ষেপ তুলে ধরা হয়।

ঞ. দিল্লিতে ইন্ডিয়ান ইকোনমিক সামিট

২০১৬ সালের ৬-৭ অক্টোবর ভারতের নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান ইকোনমিক সামিটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) এবং কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ (সিআইআই)-এর যোথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ সভায় তিনি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও সাম্প্রতিক নানামুখী সাফল্য তুলে ধরেন।

ট. নাইরোবিতে আঙ্কটাড সম্মেলন

২০১৬ সালের ১৭-২২ জুলাই কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত আঙ্কটাডের ১৪তম সম্মেলনে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশ্ব বাণিজ্যের বর্তমান গতিপ্রকৃতি মূল্যায়ন এবং বাণিজ্যকে উন্নয়নের সাথে আরো বেশি সম্পৃক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৬. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (এসডিজি) সুনির্দিষ্টকরণসহ 'এজেন্ডা ২০৩০' গৃহীত হওয়ার লক্ষ্যে সকল আলোচনার প্রারম্ভিক পর্যায় হতেই এর সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থেকে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। পররাষ্ট্র

মন্ত্রণালয়, জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন এবং সাধারণ অর্থনীতি বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল এসডিজি বিষয়ক সকল আলোচনায় অংশ নেয়। এই জোর প্রচেষ্টার সুবাদে এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে ১১টিতে বাংলাদেশের সুপারিশ সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে, যা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় অর্জন।

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ থেকে প্রকাশিত এসডিজি ম্যাপিং হ্যান্ডবুকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ৩টি লক্ষ্যের বিপরীতে লিড মন্ত্রণালয়, ১০টি লক্ষ্যের বিপরীতে কো-লিড মন্ত্রণালয় এবং এবং ৮৪টি লক্ষ্যের বিপরীতে অ্যাসোসিয়েট মন্ত্রণালয় হিসাবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এসডিজি অর্জনে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের। এসডিজির ১৪.সি (সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবহার), ১৬.৮ (টেকসই গ্লোবাল গভর্নেন্সে উন্নয়নশীল দেশের অংশগ্রহণ ত্বরান্বিতকরণ) এবং ১৭.১৬ (জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি) অর্জনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় লিড মন্ত্রণালয় হিসাবে কাজ করবে। এজন্য সহযোগী মন্ত্রণালয়গুলোর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এসডিজি কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে।

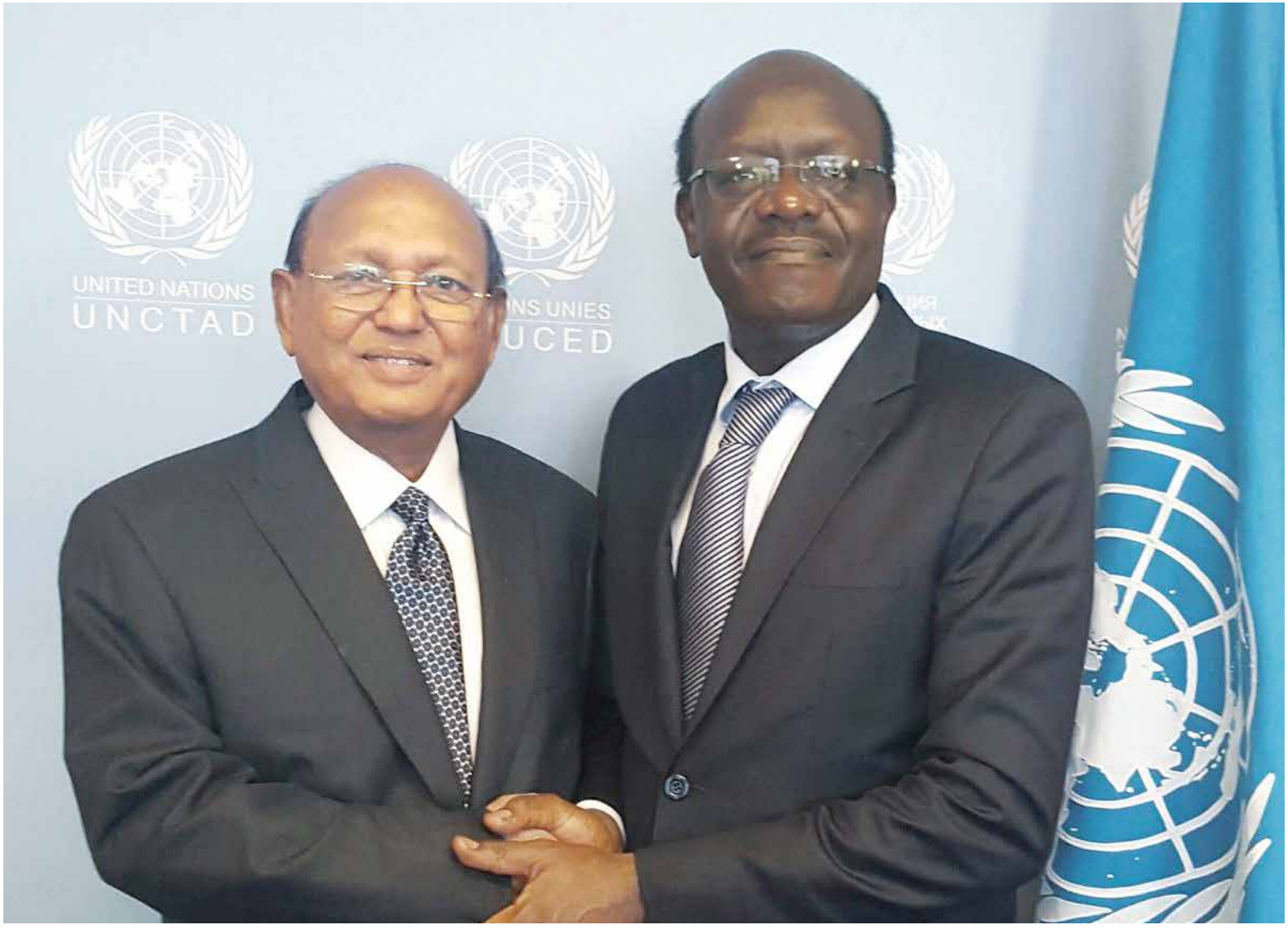
UNITED NATIONS
UNCTAD

২০১৭ সালের জুলাই মাসে জাতিসংঘের ইকোসকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য ভলান্টারি ন্যাশনাল রিভিউতে (ভিএনআর) অংশ নেয় বাংলাদেশ। 'এজেন্ডা-২০৩০' বাস্তবায়নে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার, গৃহীত পদক্ষেপ এবং লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ যে বিস্তারিত পরিকল্পনা নিয়েছে তা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে ভিএনআর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। উল্লেখ্য, বিশ্বের অল্প যে কয়েকটি দেশ এ পর্যন্ত ভিএনআরে অংশ নিয়েছে বা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। এ লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ও জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে নিবিড়ভাবে কাজ করে চলেছে।

৭. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, খরার কারণে সৃষ্ট দুর্ভোগ ও ক্ষতি মোকাবেলা ও প্রশমনে বাংলাদেশ সরকার বৈশ্বিক উদ্যোগ, প্রচেষ্টা ও কার্যক্রমের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। বিদেশের কূটনৈতিক মিশনগুলো এসব বৈশ্বিক প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর যোগাযোগ স্থাপন করিয়ে দেয়ার কাজ করছে। সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচিতে তাদের সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশের সক্ষমতা ও অবকাঠামোগত অর্জন ইতোমধ্যেই বিশ্ববাসীর কাছে অনন্য নজির হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্বব্যাপী '২০১৫-পরবর্তী দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন কাঠামো' কেমন হবে এবং এতে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অবস্থান কি হবে, ইত্যাদি বিষয়ে করণীয় নির্ধারণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কূটনৈতিক মিশনগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে বৈশ্বিক আলোচনায় বাংলাদেশ

ক. সেনডাইয়ে তৃতীয় বিশ্বের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্মেলন

২০১৫ সালের ১৪-১৮ মার্চ জাপানের সেনডাই-এ অনুষ্ঠিত 'থার্ড ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অন ডিজাসটার রিস্ক রিডাকশান' শীর্ষক সম্মেলনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জেনেভার বাংলাদেশ দূতাবাস সক্রিয়ভাবে '২০১৫-পরবর্তী দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন কাঠামো' বা সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক আলোচনায় অংশ নেয় এবং সাফল্যের সাথে 'জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে জনগোষ্ঠির স্থানান্তর' বিষয়ক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবটি সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক-এ অন্তর্ভুক্ত করে।

খ. নয়াদিল্লিতে এএমসিডিআরআর সম্মেলন

২০১৬ সালের ৩-৫ নভেম্বর ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত দ্বি-বার্ষিক এশিয়ান মিনিস্ট্রিয়াল কনফারেন্স অন ডিজাসটার রিস্ক রিডাকশানে (এএমসিডিআরআর) অংশ নেন মাননীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী।

৮. শ্রম অধিকার

পোশাক শিল্পের উন্নয়নে সরকার গৃহীত নীতিমালা ও পদক্ষেপ অনুসারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিদেশে বাংলাদেশের মিশনগুলো বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সংস্থা, পোশাক আমদানিকারক দেশ ও মানবাধিকারসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় শ্রম অধিকার ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনাকে ক্রমাগত উন্নত করার লক্ষ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সাথে সাসটেইনেবিলিটি কমপ্যাক্ট গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ। এর মাধ্যমে অংশীদারদের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সরকারের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক মহলে তুলে ধরা হচ্ছে।

পাশাপাশি, ২০১৬ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭১তম অধিবেশনে বিশ্বব্যাপী শ্রমমান ও পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সুইডেনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্লোবাল ডিল ইনিশিয়েটিভে যোগ দিয়েছে বাংলাদেশ।

রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি ও তাজরীন ফ্যাশন হাউজের অগ্নিকান্ডের পর পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে বাংলাদেশ তা মোকাবেলা করার জন্য উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে তৎপর হয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জেনেভায় বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন এবং সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ আইএলও, ইইউসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশ শ্রম অধিকার সংরক্ষণ ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত প্রচেষ্টার কথা অব্যাহতভাবে তুলে ধরছে। ফলে পোশাক শিল্পের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি বজায় রয়েছে এবং অব্যাহত রয়েছে রপ্তানিবৃদ্ধি।

৯. সমুদ্র অর্থনীতি

আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ের মাধ্যমে ২০১২ সালে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার এবং ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি হয়; বঙ্গোপসাগরে ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার সমুদ্র-এলাকার ওপর বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বিরোধ নিরসনে বিরল এ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানে উপনীত হওয়ার এ নীতি আন্তর্জাতিক আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রশংসিত করেছে। এ রায়ের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমায় সম্ভাবনাময় সকল সম্পদ আহরণের সক্ষমতাবৃদ্ধিতে ২০১৮ সালে ভারত ও চীনের সাথে 'ব্লু ইকোনমি' এবং 'মেরিটাইম খাতের মান উন্নয়নে সহযোগিতা' বিষয়ে দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১৯৭৪ সালে প্রণীত বেইজলাইন, মূলত আনক্লজ-১৯৮২ এর আলোকে পুনর্নির্ধারণ করা হয় যা গত ১০ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে 'বাংলাদেশ সমুদ্র উপকূলে বেজলাইন পুনর্নির্ধারণ' সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন আকারে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

জাতিসংঘের মহীসোপানে সীমা নির্ধারণের লক্ষ্যে গঠিত কমিশনে (সিএলসিএস) ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে মহীসোপানের দাবি পেশ করেছে বাংলাদেশ, যা সিএলসিএসের অনুমোদনের অপেক্ষাধীন রয়েছে বর্তমানে। এছাড়া, ২০১৮ সালে আয়োজিত হয়েছে সিএলসিএস-এ বাংলাদেশের দাবিকৃত মহীসোপানের ন্যায্য প্রাপ্যতা নিশ্চিতকল্পে দেশি ও বিদেশি বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে পুনর্গঠিত 'মহীসোপান সাবমিশন কমিটি'-এর প্রথম সমন্বয়সভা।

'ব্লু ইকোনমি' বিষয়ে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২০১৪ সালের ১-২ সেপ্টেম্বর ঢাকায় 'ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কশপ অন

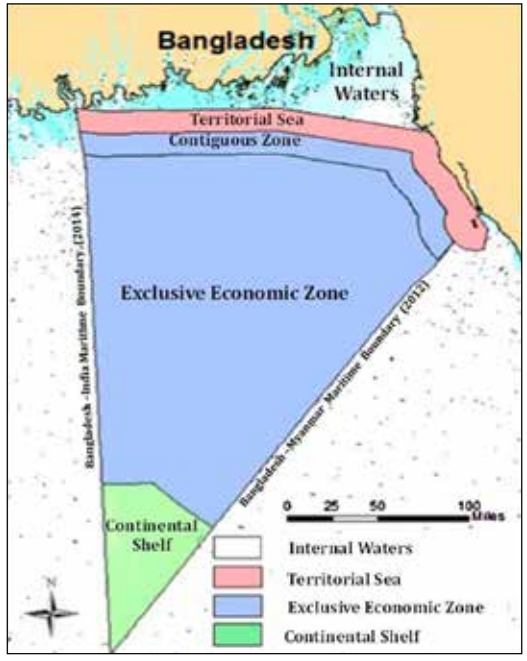

ব্লু ইকোনমি' শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। ১৮টি দেশ, যথা, চীন, জাপান, ইরান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, মরিশাস, সিশেলিজ, ভারত, মিয়ানমার, নেদারল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, শ্রীলংকা, সুইডেন, ফিলিপাইন, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড ও কেনিয়ার মোট ৩২ জন প্রতিনিধি এবং জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ জন বিশেষজ্ঞ এতে অংশ নেন। পাশাপাশি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকেই ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের যাত্রা শুরু হয়েছে। বিভাগটিকে উন্নততর এবং যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ফ্রান্স, জাপান এবং অন্যান্য দেশের কাছ থেকে শিক্ষাগত এবং কারিগরি সহায়তা পাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

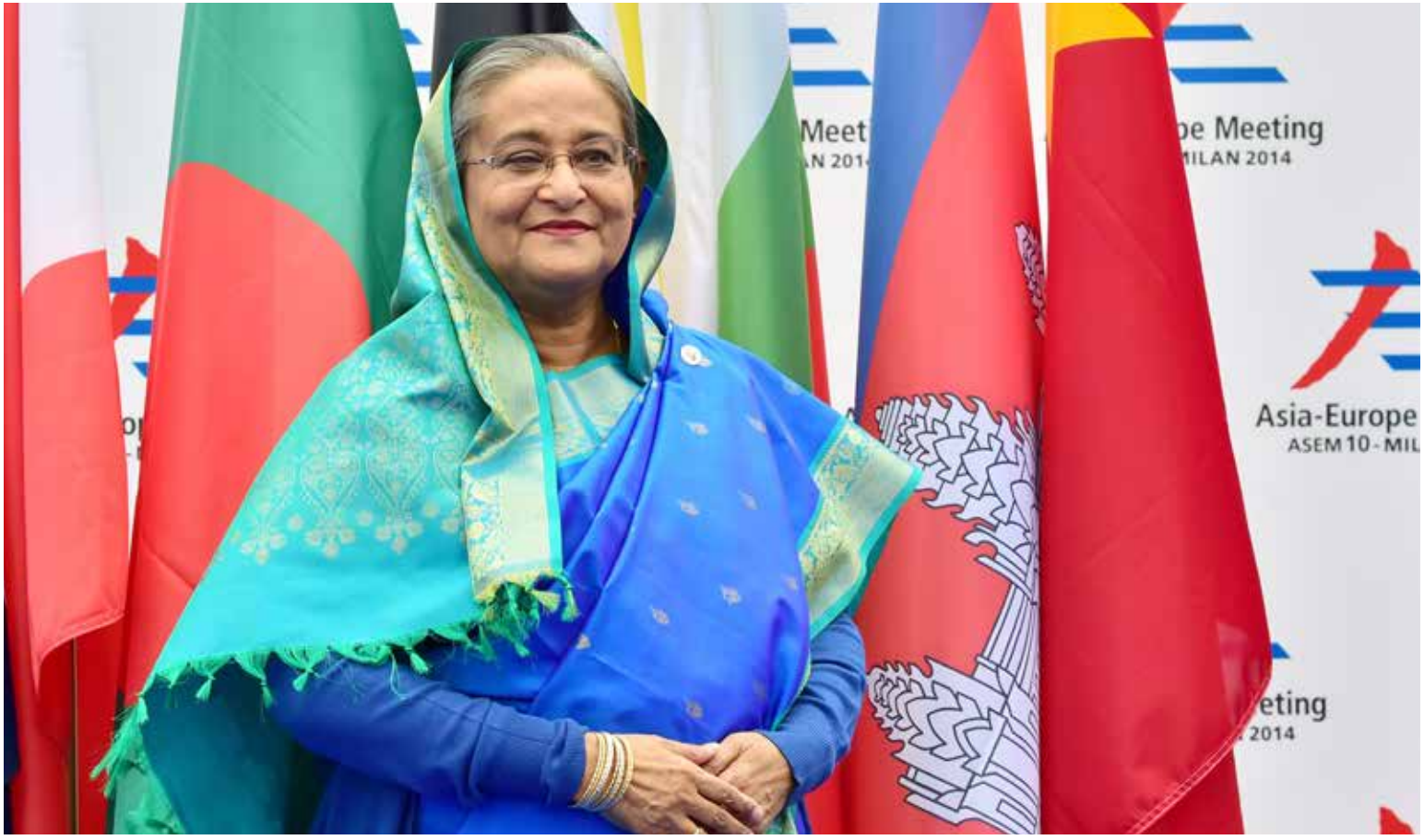

সাফল্যের নিরিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বৈশ্বিক স্বীকৃতি ও সম্মাননা

১০. সাফল্যের নিরিখে
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বৈশ্বিক স্বীকৃতি ও সম্মাননা

নবজাতক ও শিশুমৃত্যুহার হ্রাস করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০১০' পুরস্কারে ভূষিত হন।

স্বাস্থ্যখাতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড ২০১১-এ ভূষিত হন। একই বছরে, ইউনেস্কো সদর দপ্তরে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে বক্তব্য প্রদানকালে গণতন্ত্র সুসংহতকরণ ও নারীর ক্ষমতায়নে তার বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ডাফিন ইউনিভার্সিটি গোল্ড মেডাল ২০১১-এ ভূষিত হন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১১ সালে জাতিসংঘ মহাসচিবের স্কেলিং আপ নিউট্রিশন (এসইউএন) মুভমেন্টের শীর্ষ সাত নেতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হন।
২০১২ সালে জাতিসংঘ মহাসচিবের শীর্ষনেতাদের লিড গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত হন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর সাউথ-সাউথ কোঅপারেশনের পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দেন, এবং দারিদ্র্য বিমোচনে বর্তমান সরকারের অসামান্য সাফল্যের জন্য অ্যাচিভমেন্ট ইন ফাইটিং পোভার্টি অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হন।

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কারণে ২০১৩ সালে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার এফএও ডিপ্লোমা অ্যাওয়ার্ড, ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পদক এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের গ্লোবাল ডাইভার্সিটি অ্যাওয়ার্ড ২০১১ লাভ করেন।

গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সর্বোচ্চ সংখ্যক কমিটি, অঙ্গসংস্থা ও ফোরামের পরিচালনা ও নীতিনির্ধারণী পর্ষদে সদস্যপদ লাভ করে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইকোসক, হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল, ইউএনডিপি/ইউএনএফপিএ, ইউনেস্কো, ইউএন উওমেন, ডিইডিএডবলিউ, এফএও, ডব্লিউএইচও, ইউএনএআইডিএস, ইউএনইপি, ইউএন-হ্যাবিট্যাট, আইএমও, আইটিইউ, ইউপিইউ, আইএসবিএ, সিডাউ এবং আইএলও।

জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা এবং ইউএন পিস বিল্ডিং কমিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা বিশ্বে বিপুলভাবে প্রশংসিত। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ধারাবাহিকভাবে সর্বাধিক সৈন্য প্রেরণকারী দেশ হিসেবে নিজের শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছে তারা। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ শান্তিরক্ষা মিশনে শুধু মহিলা পুলিশ সদস্য নিয়ে গঠিত একটি সম্পূর্ণ কন্টিনজেন্ট প্রেরণ করেছে। এর মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নারী ক্ষমতায়ন ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে দেশটি।

২০১৫ এ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ সম্মাননা 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। একই অধিবেশনে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে 'আইসিটিজ ইন সাসটেইনেবল ডেভালপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করে।

২০১৬ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭১তম অধিবেশনে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে 'আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট' পুরস্কারে ভূষিত হন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদ।

SOUTH-SOUTH
Awards

Ali, MP
Chairperson:
nt of
ngladesh
NES

আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান ফোর্বস ম্যাগাজিন ২০১৮ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিশ্বের ৩০তম ক্ষমতাশালী নারী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

২০১৪ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা সম্পর্কিত 'ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড' এবং ইউনেস্কোর 'শান্তি বৃক্ষ' পুরস্কার লাভ করেন।

২০১৫ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশকে মর্যাদাপূর্ণ 'উইমেন ইন পার্লামেন্ট (ডব্লিউআইপি) গ্লোবাল ফোরাম অ্যাওয়ার্ড ২০১৫' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

২০১৬ সালে ইউএন-উইমেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে 'প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন' হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।

জাতিসংঘের একই অধিবেশনে নারী সমাজকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করে বিচক্ষণ নেতৃত্বদানের স্বীকৃতিস্বরূপ গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফোরাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে 'এজেন্ট অব চেঞ্জ' শীর্ষক সম্মানজনক পুরস্কারে ভূষিত করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন বিষয়ে তার দূরদর্শী নেতৃত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এসব ছাড়াও অজস্র আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ট্রি অব পিস অ্যাওয়ার্ড, কালচারাল ডাইভারসিটি মেডাল ২০১২, গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড ২০১৮, অ্যাওয়ার্ড ফর হিউম্যানিটারিয়ান লিডারশিপ ফ্রম গ্লোবাল হোপ কোয়ালিশন ২০১৮ এবং অনন্য নেতৃত্বের জন্য ২০১৮ সালে ইন্টার প্রেস সার্ভিস থেকে পাওয়া আইপিএস ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড।

১১. প্রশাসনিক সাফল্য

কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডের বহুমাত্রিকতা বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনবল বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বিসিএস (পররাষ্ট্র) ক্যাডারের জনবল কাঠামো ২৬৩ থেকে বেড়ে ২৯২ হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সদর দপ্তর ও বিদেশের বাংলাদেশ মিশনসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিসিএস (পররাষ্ট্র বিষয়ক) ক্যাডারে ৬০টি নতুন পদ সৃষ্টি হয়েছে।

বিগত এক দশকে (২০০৮-০৯ হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর) পূর্বে বন্ধ হয়ে যাওয়া ৩টি মিশন পুনঃস্থাপনসহ মোট ১৯টি মিশন চালু করা হয়েছে। মিশনগুলো হচ্ছে, গ্রিসের এথেন্স, ইতালির মিলান, ভারতের মুম্বাই ও গুয়াহাটি, তুরস্কের ইস্তাম্বুল, পর্তুগালের লিসবন, চীনের কুনমিং, লেবাননের বৈরুত, মেক্সিকোর মেক্সিকো সিটি, ব্রাজিলের ব্রাসিলিয়া, মরিশাসের পোর্ট লুইস, ডেনমার্কের কোপেনহেগেন, পোল্যান্ডের ওয়ারশ, অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা, ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবা, নাইজেরিয়ার আবুজা, আলজেরিয়ার আলজিয়ার্স, অস্ট্রেলিয়ার সিডনি (পুনঃস্থাপন) এবং কানাডার টরোন্টো।

এছাড়া পূর্বে বন্ধ হওয়া ২টি মিশন পুনঃস্থাপনসহ আরও ২টি মিশন স্থাপনের সকল প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। মিশনগুলো হচ্ছে, রুমানিয়ার বুখারেস্ট (পুনঃস্থাপন) ও ভারতের চেন্নাই। এছাড়া আফগানিস্তানের কাবুল (পুনঃস্থাপন), সুদানের খার্তুম ও সিয়েরা লিয়নের ফ্রিটাউন মিশন চালুর প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে বর্তমানে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, মালয়েশিয়ার জোহর বাহরু, নরওয়ের অসলো এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডাতে বাংলাদেশের ০৩ (তিন) টি নূতন মিশন স্থাপনের নিমিত্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে।

১২. কনস্যুলার সেবা

এ সময়ে প্রায় ১ কোটি বাংলাদেশিকে বিভিন্ন ধরণের কনস্যুলার সেবা প্রদান করা হয়েছে।

২০১১ সাল থেকে ২০১৮ সালের নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ প্রবাসীদের অনুকুলে ৪৫ লাখের বেশি মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ইস্যু করেছে। জন্মনিবন্ধন প্রকল্পের সহায়তায় এসব দূতাবাস থেকে প্রায় ৩০ লাখ প্রবাসী বাংলাদেশিকে জন্মনিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয়েছে।

CHAMPIONS
OF THE EARTH

IPS
INTER PRESS SERVICE UN
CANADA
BANGLADESH
IOM

১৩. রোহিঙ্গা ইস্যু

বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিজ মার্সিয়া বার্নিকাট ২০১৮ সালের ২ মে গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। এ সময় তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের লেখা একটি পত্র হস্তান্তর করেন। ওই পত্রে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পাশাপাশি, মিয়ানমারে নির্যাতনের শিকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ১০ লক্ষাধিক মানুষকে বাংলাদেশে আশ্রয় প্রদান করায় বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। একইসাথে তিনি রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পাশে থাকবে এবং মিয়ানমারের ওপর রোহিঙ্গা নির্যাতন বন্ধে আন্তর্জাতিক চাপ অব্যাহত রাখবে অঙ্গীকার করেন।

কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিজ ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড ২০১৮ সালের ৪-৬ মে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামি সংস্থার সদস্য দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ৪৫তম শীর্ষ সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদানের উদ্দেশ্যে ঢাকা সফর করেন। তিনি ৪ মে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শন করেন। ৫ মে তিনি শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। এ সময় রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রতি কানাডার অকুণ্ঠ সমর্থন পুনঃব্যক্ত করেন তিনি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে মিলিত হন।

ইউএসএইডের প্রশাসক (প্রধান) জনাব মার্ক এ গ্রিনের নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিনিধিদল ২০১৮ সালের ১৪-১৬ মে রোহিঙ্গা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশ সফর করেন। প্রতিনিধি দলটি ১৬ মে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কার্যালয়ে পররাষ্ট্র সচিব মো. শহীদুল হকের সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন।

বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের প্রত্যাবাসনের বিষয়ে ২০১৮ সালের ১৭ মে ঢাকায় বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে অতি দ্রুত রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরুর লক্ষ্যে রাখাইন রাজ্যে সম্ভাব্য প্রত্যাবাসীদের নিরাপত্তা, জীবিকা এবং অবাধ চলাচলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মিয়ানমারের প্রতি আহবান জানানো হয়।

জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল এবং ইউএনএফপিএর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মিজ নাতালিয়া কানিম ২০১৮ সালের ২২-২৪ মে বাংলাদেশ সফর করেন। এসময় তিনি কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করার পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন।

বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের তৃতীয় বৈঠক সবশেষ ২০১৮ সালের ২৯-৩০ অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। দুই দেশের পররাষ্ট্র সচিবের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল ৩১ অক্টোবর রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শন করে। এরই ধারাবাহিকতায় মিয়ানমার প্রথম দফায় বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত ৪৮৫টি রোহিঙ্গা পরিবার (২,২৬০ জন) তাদের দেশে প্রত্যাবাসনে সম্মত হয়।

১৪. বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের অবিসংবাদী ভাষণ 'বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দলিল' হিসাবে ইউনেস্কোর ইন্টারন্যাশনাল মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর জাতিসংঘের ইউনেস্কো সদর দপ্তরে মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভার ঘোষণার মাধ্যমে এটি বাস্তবায়িত হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অব্যাহত ও ঐকান্তিক কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় এ স্বীকৃতি। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা আর স্বাধীনতা অর্জনের লড়াইয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালির গৌরবময় অবদান মানব ইতিহাসে চিরস্থায়ী ঠাঁই করে নিল এ স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে। বাঙালির এ অর্জন আজ বিশ্বের প্রামাণ্য ঐতিহ্য, যা মানবজাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগায়, অনুপ্রেরণা, প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে মানুষের অধিকার নিশ্চিত করে।

বঙ্গবন্ধুর প্রজ্ঞা ও মানবদর্শন বিশ্বসভায় ছড়িয়ে দেয়ার প্রত্যয়ে বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে ইতোমধ্যে। থাইল্যান্ডের ব্যাংককে এআইটিতে 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে বঙ্গবন্ধুর আবক্ষমূর্তি উন্মোচিত হয়েছে। ইউরোপের প্যারিস, রোম ও মাদ্রিদে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় নির্মিত হয়েছে শহীদ মিনার।

বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও ১৫ আগস্ট শাহাদাৎ বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হচ্ছে।

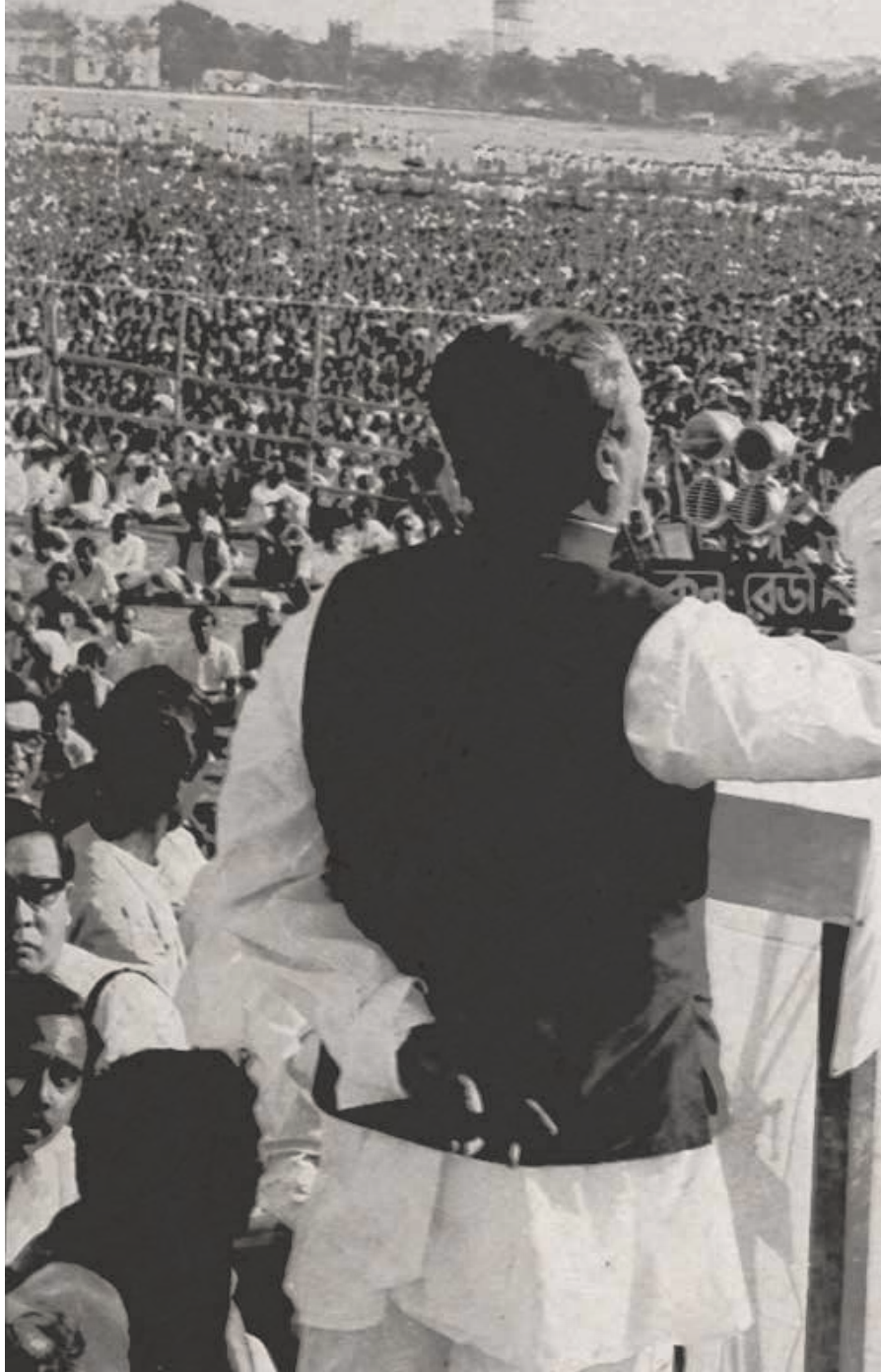

জাতীয় সংসদে ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস হিসাবে ঘোষণার প্রস্তাব পাস হওয়ার প্রেক্ষিতে গণহত্যা দিবসের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত ভয়াবহ গণহত্যার ব্যাপারে বিশ্ববাসীকে সচেতন করার লক্ষ্যে দূতাবাসসমূহে এ সংক্রান্ত ডকুমেন্টারি ও প্রকাশনা প্রেরণ ও বিতরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নজর কেড়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ জেনোসাইড রিভিজিটেড' শীর্ষক একটি পুস্তিকা।

বঙ্গবন্ধু রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' (দ্য আনফিনিশড মেময়ারস) গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে ও হচ্ছে এবং এ বিষয়ক প্রচারণার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমরিয়াল ট্রাস্ট ও সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মিশনসমূহের সঙ্গে যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই গ্রন্থটি উর্দু, হিন্দি, নেপালি, জাপানি, চিনা, তুর্কি, জার্মান, ফরাসি, স্প্যানিশ ও আরবি, এই ১০টি ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশনা সুসম্পন্ন করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এছাড়া রুশ, ইটালিয়ান, পর্তুগিজ, সুইডিশ, গ্রিক, আমহারিক (ইথিওপিয়া) ও অসমী, এ ৭টি ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কারাগারের রোজনামচা (প্রিজন ডায়রিজ) গ্রন্থটি হিন্দি ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ঢাকায় বিদেশি বন্ধুদের মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এ পর্যন্ত ৩৩৮ জন বিদেশি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে বিভিন্ন অডিও-ভিজুয়াল ও ডকুমেন্টারি তৈরি ও প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাতির জনকের জীবনী ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিভিন্ন দলিল ও গ্রন্থ সংগ্রহ ও প্রচারণার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের সফল কূটনৈতিক প্রয়াসের ফলশ্রুতিতে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করার জন্য বিদেশে পলাতক খুনীদের বেশ কয়েকজনকে বিদেশ থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে এবং আরো কয়েকজনকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ জোরদার করা হয়েছে।

একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে সংঘটিত গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের জনগনের নিকট আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনা, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ প্রদান, সম্পদের ন্যায্য হিস্যা প্রদান ও আটকেপড়া পাকিস্তানিদের প্রত্যাবাসনের দাবী জানানো।

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের বিচার, আইসিটি কার্যক্রম সম্পর্কে আর্ন্তজাতিক সমর্থন আদায়ে সফল কূটনৈতিক প্রয়াস।

১৫. দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক

ভারত

২০১১ সালে বাংলাদেশ ও ভারত স্থলসীমানা চুক্তি ১৯৭৪-এর প্রটোকল স্বাক্ষর এবং ২০১৫ সালে স্থলসীমানা চুক্তির অনুসমর্থন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদীর্ঘ প্রচেষ্টারই সুফল। ইন্সট্রুমেন্ট অব রেটিফিকেশন এবং লেটার অব মোডালিটিস স্বাক্ষরের মাধ্যমে তৎকালীন ১১১টি ভারতের ছিটমহল বাংলাদেশের এবং আমাদের ৫১টি ছিটমহল ভারতের অংশ হয়ে যায়। ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে এর আগে নাগরিকত্বহীন ৫০,০০০ এর বেশি মানুষ তাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত নাগরিকত্ব লাভ করে।

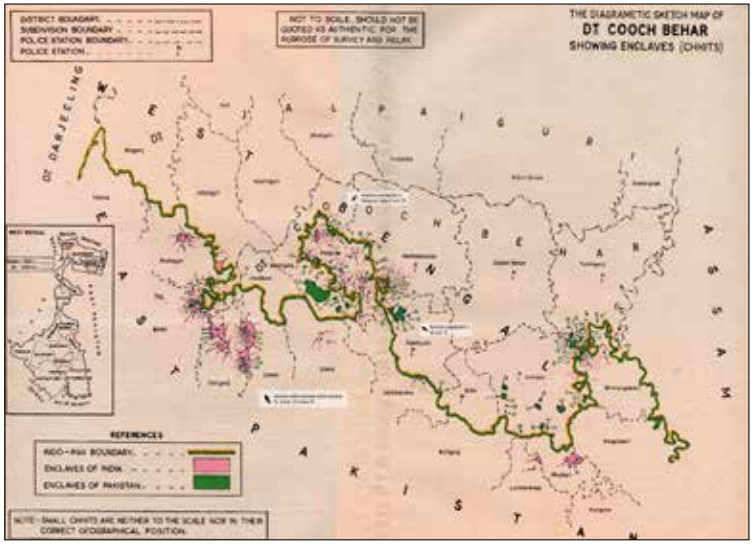

২০১৫ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে দু'দেশের মধ্যে ২২টি উল্লেখযোগ্য চুক্তি স্বাক্ষর হয়। বর্তমান সরকারের সফল কূটনৈতিক তৎপরতায় ভারতের সঙ্গে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত স্থলসীমানা ও সমুদ্রসীমা শান্তিপূর্ণভাবে নির্ধারিত হয়েছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং-এর বাংলাদেশ সফর

২০১১ সালের ৬-৭ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং বাংলাদেশ সফর করেন। এই সফরের ঐতিহাসিক সাফল্য হচ্ছে, এর সুবাদেই ১৯৭৪ সালের ঐতিহাসিক স্থল সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়ন ঘটে যার ফলশ্রুতিতে ভারতে কংগ্রেসের উভয় কক্ষ অর্থাৎ লোকসভা ও রাজ্যসভায় চুক্তির রেটিফিকেশন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এ সাফল্যের কারণেই দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত স্থলসীমানা নির্ধারণ ও ছিটমহল বিনিময় শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফর

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৫ সালের ৬-৭ জুন বাংলাদেশ সফর করেন। এ সফরে সর্বমোট ২২টি দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর হয়। ভারতের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশের সুযোগের কারণে (সাফটা নেগেটিভ লিস্ট এর ২৫ ধরণের আইটেম ব্যতীত) ভারতে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানিতে গতিশীলতা এসেছে। দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি নিরসনের বিষয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থানে রয়েছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীও এ বিষয়টির উল্লেখ করে বাণিজ্য ঘাটতি নিরসনে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছেন। বাংলাদেশের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ফুলবাড়ীতে (বাংলাবান্ধার বিপরীতে) ইমিগ্রেশন সুবিধা চালু করা হয়। স্থল শুল্ক ষ্টেশন/স্থল বন্দর এবং অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যিক অবকাঠামো উন্নয়নে দু'দেশ ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আঞ্চলিক ও দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়নে এসব পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে গত কয়েক বছরে স্বাক্ষরিত দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি, অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল রুট সম্পর্কিত প্রটোকল, ঢাকা-গৌহাটি-শিলং এবং কলকাতা-ঢাকা-আগরতলা বাস সার্ভিস, চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহার সম্পর্কিত সমঝোতা স্মারকসহ বিভিন্ন চুক্তি দেশ দু'টির আন্তঃযোগাযোগ সম্প্রসারণে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে। মৈত্রী এক্সপ্রেসের ঢাকা ও কলকাতায় প্রান্তীয় কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। খুলনা-কলকাতা ট্রেন সার্ভিস চালু হয়েছে।

বাংলাদেশ ও ভারত দু'দেশের মানুষেরই ভিসা প্রাপ্তি সহজীকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এখন রেল, বিমান ও বাসযাত্রার তারিখ উল্লিখিত টিকিট দিয়ে কোনো ধরণের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই ভিসার জন্য আবেদন করা যাচ্ছে। হাইকমিশনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই ভারতের হাসপাতাল/ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে সরাসরি মেডিকেল ভিসার জন্য আবেদন করা যাচ্ছে। ৬৫ বছরের উর্ধ্বে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা ইস্যুর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। জনযোগাযোগ তথা কূটনৈতিক কর্মকান্ড সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ভারত বাংলাদেশের খুলনা ও সিলেটে এবং বাংলাদেশ ভারতের মুম্বাই ও গৌহাটিতে উপ-হাইকমিশন চালু করেছে।

২০১৮ সালের ২৫-২৬ মে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সফর করেন। এটি ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান মেয়াদে দ্বিতীয় ভারত সফর। সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের শান্তি নিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে

বাংলাদেশের অর্থায়নে নবনির্মিত 'বাংলাদেশ ভবন' উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত সমাবর্তনে 'গেস্ট অব অনার' হিসাবে যোগদান করেন। সফরকালে আসানসোলে অবস্থিত কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সম্মানসূচক ডক্টর অব লিটারেচার (ডি.লিট) উপাধিতে ভূষিত করে। ভারত সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে দ্বি-পক্ষীয় বৈঠকে মিলিত হন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা ও গুরুত্বারোপের ফলশ্রুতিতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ভারতের সাথে আজ আমরা সহযোগিতার এক অনন্য অবস্থানে উপনীত হয়েছি। ভারত থেকে ভেড়ামারা-বহরমপুর গ্রিডের মাধ্যমে এবং ত্রিপুরার পালাটানা বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বর্তমানে ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। ২০১৬ সালের ১৯ মার্চ প্রথমবারের মত বাংলাদেশ রেলপথে ভারত থেকে ২২৬৮ মেট্রিকটন হাই-স্পিড ডিজেল আমদানি করে। ইতোমধ্যে দু'দেশের মধ্যে তেল ও গ্যাসক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণে দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। পাশাপাশি, জ্বালানি খাতে সহযোগিতা সম্প্রসারণে বিশেষত নবায়নযোগ্য জ্বালানি, সৌর শক্তি ও পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারে দু'দেশের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ভারত ও ফ্রান্সের যৌথ উদ্যোগে গঠিত আন্তর্জাতিক সোলার অ্যালায়েন্সে বাংলাদেশও যুক্ত হয়েছে। নিঃসন্দেহে আমাদের জ্বালানি নিরাপত্তা সংরক্ষণে এসব উদ্যোগ দীর্ঘমেয়াদী ভূমিকা পালন করবে।

দেশ ভবন
উদ্‌ঘাটন
শ্রী নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী
আচার্য, বিশ্বভারতী
কেতন, পশ্চিমবঙ্গ
২৫ মে ২০১৮
Bangladesh Bhava
Inaugurated by
Sheikh Hasina
Prime Minister, Bangladesh
Shri Narendra
Prime Minist
Chancellor, Visva
Santiniketan, West Bengal
Friday, 25th May 2018

১৬. মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক

বর্তমান সরকারের বিগত মেয়াদ এবং বর্তমান মেয়াদেও বিশ্বের ইসলামি দেশসমূহের সাথে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক গতিশীল করবার লক্ষ্যে বিভিন্ন কূটনৈতিক উদ্যোগ চলমান রয়েছে। এ সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ বিশেষ করে উপসাগরীয় দেশসমূহ, যেমন, সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান ও বাহরাইনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের ইতিবাচক উন্নয়ন হয়েছে।

আমাদের জোর কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে ২০১৪ সালে কুয়েতে এবং ২০১৫ সালে সৌদি আরবে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা শ্রমবাজার পুনরায় উন্মুক্ত হয়েছে। ২০১৭ সালে শুধুমাত্র সৌদি আরবে রেকর্ড সংখ্যক ৫৫১,৩০৮ জন বাংলাদেশি নিয়োগলাভ করেছে। জিসিসিভুক্ত অন্যান্য দেশেও কর্মসংস্থানের উর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত থাকার পাশাপাশি জর্ডান, ইরাক এবং লেবাননেও আমাদের শ্রমবাজার সম্প্রসারিত হয়েছে। মানব পাচারের শিকার বাংলাদেশি নাগরিকদের দ্রুততম সময়ে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকারের বলিষ্ঠ কূটনৈতিক কার্যক্রম আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসিত হয়েছে। এ সময় বিভিন্ন দেশের জলসীমায় উদ্ধারকৃত ২,৫৫০ জনসহ লিবিয়া, থাইল্যান্ড ও ইয়েমেন থেকে প্রায় ৪০ হাজার বাংলাদেশিকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। সোমালিয়ার জলদস্যুদের হাতে বন্দী বাংলাদেশি নাবিকদেরও এ সময়ে মুক্ত করে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে সৌদি আরবের প্রয়াত বাদশা আব্দুল্লাহর আমন্ত্রণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সৌদি আরব সফর করেন। সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সৌদি আরব সফর (অক্টোবর, ২০১৮ এবং জুন, ২০১৬), সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর (অক্টোবর ২০১৪), কাতার সফর (২০১২, ২০০৯), কুয়েতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর (মে ২০১৬), ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফর (ফেব্রুয়ারি ২০১৭) এসব দেশের সাথে আমাদের সম্পর্কের নবতর অধ্যায়ের সূচনা করেছে। পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে গতিশীলতা বৃদ্ধি করেছে। এই সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা, নিরাপত্তা, বাণিজ্য, জনশক্তি ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত ৬২টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। ২০০৯-২০১৭ মেয়াদে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের ৬২টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়।

১৭. চীন, জাপান, দূরপ্রাচ্য -এর সঙ্গে সম্পর্ক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী কূটনৈতিক কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০১৪ ও ২০১৬ সালে তার জাপান সফর এবং ২০১৪ সালে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের মাধ্যমে দু'দেশের সম্পর্ক এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ২০১৪ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরকালে বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্পে জাপান আগামী চার/পাঁচ বছরের জন্য ৬০০ বিলিয়ন জাপানি ইয়েন (প্রায় ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) ঋণ প্রদানের ঘোষণা দেয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০১০ এবং ২০১৪ সালে গণচীনে সরকারি সফর এবং গণচীনের রাষ্ট্রপতির ২০১৬ সালে বাংলাদেশ সফরের মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। ২০১৪ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরকালে ২০ দফা সম্বলিত একটি যৌথ ইশতেহার এবং ৬টি দলিল স্বাক্ষর হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে দুটি এগ্রিমেন্ট, দুটি এমওইউ এবং দুটি লেটার অব এক্সচেঞ্জ। এছাড়া চীনের সাথে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক, কারিগরি, সাংস্কৃতিক, কনসুলার বিষয়ক সহযোগিতার নতুন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গণচীনের রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ সফরকালে দু'দেশের মধ্যে ২৭টি চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। এ সফরের মাধ্যমে চীনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপে উন্নীত হয়েছে।

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মি. ওয়াং ই ২০১৭ সালের ১৮-১৯ নভেম্বর বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে ২০১৬ সালের ১৪ অক্টোবর চীনা প্রেসিডেন্টের সফরকালে স্বাক্ষরিত চুক্তি, সমঝোতা স্মারক এবং চীনা অর্থায়নে বাংলাদেশে চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের বিষয় ও অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়। জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. তারো কোনো ২০১৭ সালের ১৮-১৯ নভেম্বর বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে মিলিত হন। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সালের মে মাসে জাপানে সরকারি সফরকালে জাপান যে ৬০০ বিলিয়ন ইয়েন ঋণের প্রতিশ্রুতি দেয় তার আওতায় বিভিন্ন ওডিএ প্যাকেজের অধীনে অধীনে যেসব প্রকল্প চলমান, সেগুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয় ওই বৈঠকে।

১৮. উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক

২০১৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব স্টেট জন এফ. কেরির বাংলাদেশ সফরের মধ্য দিয়ে দু'দেশের মধ্যে নিরাপত্তা ও সহযোগিতার বিষয় ছাড়াও জাতীয়, বহুপক্ষীয় এবং দ্বিপক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র জোরদার হয়েছে। সেক্রেটারি কেরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকালে তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অন্যান্য আর্থসামাজিক খাতে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন রোধে বাংলাদেশের উদ্যোগের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তিনি ধন্যবাদ জানান। একই বছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কানাডা সফর করেন। সেদেশের প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে দু'দেশের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় ও সুসংহত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১২ সাল থেকে নিয়মিত যথাক্রমে নিরাপত্তা সংলাপ, অংশীদারিত্ব সংলাপ, সামরিক সংলাপ, ব্যাংক সংলাপ এবং টিকফা সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ২০১৭ সালের ৩ অক্টোবর বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার ৬ষ্ঠ নিরাপত্তা সংলাপ ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত হয়। এ সংলাপে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, আঞ্চলিক বিষয়াবলী, শান্তিরক্ষা মিশন এবং জঙ্গি ও সন্ত্রাস দমন বিষয়ে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়। সন্ত্রাসবাদ বিরোধী দক্ষতা বৃদ্ধিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ পুলিশের সহযোগিতায় নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে আসছে।

কানাডার সাথে ৪৬ বছরের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ধারাবাহিকতায় নিয়মিত বাংলাদেশ-কানাডা দ্বিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ-কানাডার মধ্যকার বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং কারিগরি সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় ফলপ্রসূ আলোচনা হচ্ছে। কানাডা সরকার এবং বেসরকারী সংস্থাগুলো সিডা'র (সিআইডিএ) মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার এবং বিভিন্ন এনজিও এর সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে।

প্রথমবারের মত বাংলাদেশ-ব্রাজিল দ্বিপক্ষীয় বৈঠক ২০১৮ সালের ২০ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উভয় দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, এসডিজি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, সামরিক সহযোগিতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহযোগিতা এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

Le Fonds mondial
Canada
MONTREAL 2016
The Global Fund

COMMONWEALTH
WOMEN'S FORUM
COMMONWEALTH
WOMEN'S FORUM

SEAN
INGAPORE
018
RESILIENT
AND INNOVATIVE

১৯. ইউরোপ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) -এর সঙ্গে সম্পর্ক

বর্তমান সরকারের দূরদর্শী কূটনৈতিক তৎপরতায় ইউরোপ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) বিভিন্ন দেশের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গতি সঞ্চার হয়েছে। ২০১৪ সালের জুলাই মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে যুক্তরাজ্য সফর করেন। সেখানে দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি পূর্ণ আস্থা ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে অর্জিত সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৫ সালে নেদারল্যান্ডস সফর করেন। সফরকালে টেকসই উপায়ে বাংলাদেশের বদ্বীপ ব্যবস্থাপনাসহ সার্বিক পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র নিবিড় করার উদ্যোগ নেয়া হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ সময় সুইডেন, বেলজিয়াম, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া ও বেলারুশ সফর করেন। এসব সফরে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি, প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা উন্নয়ন, কৃষি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা ছাড়াও বিভিন্ন দ্বিপাক্ষীয় চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেলারুশ সফরকালে যৌথ ঘোষণা ছাড়াও সাতটি দলিল স্বাক্ষর হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রুশ ফেডারেশন সফরে বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে ৩টি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এর মধ্যে রয়েছে ২,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প চুক্তি, পারমাণবিক শক্তি বিষয়ক একটি তথ্য কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত চুক্তি, সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়চুক্তি এবং ৬টি সমঝোতা স্মারক। গত পাঁচ বছরে জার্মান, বেলারুশ ও গ্রিসের রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রীরা বাংলাদেশ সফর করেছেন। এছাড়া জার্মানি, যুক্তরাজ্য, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে ও নেদারল্যান্ডস সরকারের মন্ত্রী পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিনিধিরা বাংলাদেশ সফর করেন। ২০১২ সালে বেলারুশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে শিক্ষা, কৃষি, আইন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সামরিক বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিষয়ে মোট ১২টি চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৭ সালের ১১-১৩ ডিসেম্বর ফ্রান্সে সরকারি সফর করেন। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাক্রোঁ, জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টনিও গুতেরেস এবং বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিমের যৌথ আমন্ত্রণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৭ সালের ১২ ডিসেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত 'ওয়ান প্ল্যানেট সামিট'-এ অংশ নেন। প্যারিস জলবায়ু চুক্তি গৃহীত হওয়ার দুই বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ওই সামিট আয়োজন করা হয়। বিশ্বের ১৩২ দেশের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এতে অংশ নেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইতালি ও ভ্যাটিকান সিটিতে সরকারি সফর করেন।

তুরস্কের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিনালি ইলদিরিম ২০১৭ সালের ১৯-২০ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে আসেন। তিনি মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেন এবং প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, অর্থনীতি ও দ্বিপক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাশাপাশি বহুপক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা

করেন। তারা পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে একমত হন। পাশাপাশি তিনি জোরপূর্বক উচ্ছেদকৃত মিয়ানমারের নাগরিকদের জন্য তুরস্কের প্রস্তাবিত সহায়তা নিয়ে আলোচনার করেন এবং কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। সফরকালে এসএমই ফাউন্ডেশন (বাংলাদেশ) জেস কোসজেব (তুরস্কের এসএমই উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান), বিএসটিআই (বাংলাদেশ) জেস টিএসইর (তুরস্ক) মধ্যে দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়।

উপরোক্ত বিভিন্ন সফরের ধারাবাহিকতায় বৈশ্বিক বিভিন্ন বিষয়ে ইতিবাচক বোঝাপড়া, চলমান রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইউরোপীয় দেশসমূহের অব্যাহত সহযোগিতা, সাফল্যের সাথে অভিবাসন ব্যবস্থাপনা এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইউরোপীয় দেশসমূহের সম্পর্ক নতুন মাত্রা লাভ করেছে।

২০. বহুপক্ষীয় সম্পর্ক: আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক

বর্তমান সরকার এশীয়, বিশেষত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলে কূটনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্ক, বিমসটেক, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মাঝে কার্যকর সংযোজক বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমার অর্থনৈতিক করিডোর (বিসিআইএম-ইসি), বাংলাদেশ-ভুটান-ভারত-নেপাল (বিবিআইএন) প্রভৃতি আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক জোট/ফোরামকে গুরুত্ব দিচ্ছে। এর আওতায় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, নিবিড় যোগাযোগ ব্যবস্থা, জ্বালানি সহযোগিতা বৃদ্ধি, সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ দমনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কূটনৈতিক পর্যায়ে গৃহীত বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপের অন্যতম সফল পদক্ষেপ হচ্ছে ঢাকায় বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি সেক্টরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কোঅপারেশন-এর (বিমসটেক) স্থায়ী সচিবালয় স্থাপন। বিমসটেক সচিবালয় বাংলাদেশে কোনো আঞ্চলিক সংস্থার প্রথম সদর দপ্তর। ঢাকায় বিমসটেক সচিবালয়ের সফল প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় কূটনৈতিক সাফল্য। এই সদর দপ্তর বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে এবং সদস্য দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক আরো জোরদার করবে। আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের আরেকটি সফল পদক্ষেপ সার্কের অধীনে ঢাকায় সাউথ এশিয়ান রিজিওনাল স্ট্যান্ডার্ডস অর্গানাইজেশনের (এসএআরএসও) সদর দপ্তর স্থাপন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৮ সালের ৮-৯ জুন কানাডায় অনুষ্ঠিত জি-সেভেন আউটরিচ লিডারস প্রোগ্রামে অংশ নেন।

ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের আমন্ত্রণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত প্রথম গার্ল সামিটে অংশ নেন। সম্মেলনে দেয়া ভাষণে তিনি বাল্য বিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহ রোধ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং কর্মসংস্থানের ওপর জোর দেন। নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে বাল্য বিবাহ ও জোর পূর্বক বিবাহ প্রতিরোধ সম্ভব বলে উল্লেখ করেন তিনি।

২০১০ সালে জাতিসংঘের ৬৫তম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহস্রাব্দ উন্নয়ন +১০ সম্মেলনে সহ-সভাপতিত্ব করেন। ২০১১ সালে ৬৬তম অধিবেশনের সময় 'ক্লিনটন গ্লোবাল লিডার ক্লাইমেট ইনিশিয়েটিভ' চলাকালীন জাতিসংঘ মহাসচিবের 'এভরি উইম্যান এভরি চাইল্ড' এবং সন্ত্রাস নিরোধ সংক্রান্ত শীর্ষ সভায় তিনি নীতিনির্ধারণী বক্তব্য রাখেন এবং জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন মডেল তুলে ধরেন। ২০১২ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৭তম অধিবেশনে 'জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন' মডেলটি একটি নতুন প্রস্তাবনা হিসাবে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এটি এই মডেলটির রূপকার হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত স্বীকৃতি, যা বাংলাদেশকে মর্যাদার আসনে আসীন করেছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৭তম অধিবেশনে অটিজম সংক্রান্ত বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণে বাংলাদেশের একটি প্রস্তাবনা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ২০১২ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৭তম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পিসবিল্ডিং কমিশন ও অটিজম স্পিকসের উচ্চ পর্যায়ের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং মহাসচিবের এডুকেশন ফার্স্ট ইনিশিয়েটিভ অ্যান্ড স্কেলিং আপ নিউট্রিশন মুভমেন্ট উদ্যোগের সকল সভায় অন্যতম শীর্ষনেতা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। বিশ্বসংস্থাটির ৬৮তম অধিবেশনে জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ আমন্ত্রণে 'গ্লোবাল এডুকেশন ফার্স্ট ইনিশিয়েটিভ'-এর অন্যতম শীর্ষনেতা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি, এমডিজি সংক্রান্ত 'ফলো আপ অন

এফোর্টস মেড টুওয়ার্ডস অ্যাচিভিং দ্য এমডিজি'-এর উচ্চ পর্যায়ের অনুষ্ঠানে সহ-সভাপতিত্ব করেন।

দশম সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর সরকারের বলিষ্ঠ পররাষ্ট্র নীতির ফলে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের (সিপিএ) নির্বাহী কমিটির চেয়ারপার্সন, ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের (আইপিইউ) প্রেসিডেন্ট, জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল, ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) এবং কাউন্সিল অন দ্য কনভেনশন অন দ্য এলিমিনেশন অফ অল ফর্মস অব ডিসক্রিমিনেশন এগেইনস্ট উইমেন (সিইডিএডব্লিউ) কমিটি এবং ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল স্যাটেলাইট অর্গানাইজেশনের (আইএমএসও) মহাপরিচালক পদে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ।

এ'ছাড়াও বাংলাদেশ ইউএন সাউথ-সাউথ স্টিয়ারিং কমিটি অন দ্য সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট-এর সদস্য, ইউএন হাই লেভেল কমিটি অন সাউথ-সাউথ কোঅপারেশনের প্রেসিডেন্ট, ইউএন ক্রিডেনশিয়াল কমিটির চেয়ারম্যান, গ্লোবাল ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্টের চেয়ারম্যান, ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের গভর্নিং বডির সদস্য, এবং ইউএন উইমেন নির্বাহী বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে। এসব নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সাফল্য ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন ২০১১ সালে বাংলাদেশ সফরকালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ, সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, উন্নয়নে উদ্ভাবনী কৌশল প্রয়োগ, ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকার জন্য বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল বিশ্বের সামনে একটি 'মডেল দেশ' হিসেবে অভিহিত করেন।

আঞ্চলিক পর্যায়েও কানেক্টিভিটি সম্পর্কিত নানাবিধ উদ্যোগের সাথে বাংলাদেশ সম্পৃক্ত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সালের অক্টোবরে ইতালির মিলানে অনুষ্ঠিত ১০ম ও ২০১৬ সালের জুলাই মাসে মঙ্গোলিয়ার উলানবাটারে অনুষ্ঠিত এশিয়া ইউরোপ মিটিং (আসেম) এর একাদশ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এশিয়া ও ইউরোপের উন্নয়ন, যোগাযোগ বৃদ্ধি, অভিবাসন সংকট মোকাবেলা, বহুজাতিক অপরাধ মোকাবেলা ও মানবপাচার রোধসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতি বিশ্ব নেতৃববৃন্দের গুরুত্ব প্রদান ও সমর্থন থেকে প্রতীয়মান বিশ্ব পরিমণ্ডলে একজন দূর দৃষ্টিসম্পন্ন, বাস্তববাদী ও সাহসী বিশ্ব নেতা হিসেবে ইতোমধ্যেই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে ভারতের গোয়াতে ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত 'ব্রিকস-বিমসটেক আউটরিচ সামিটে অংশ নেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এই সম্মেলনে বিমসটেকভুক্ত দেশগুলোতে মানসম্মত ও টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগের প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জাতিসংঘের এমডিজি অর্জনে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের ধারাবাহিকতায় '২০৩০ এজেন্ডা ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট' প্রণয়নের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে বাংলাদেশ।

২০১৬ সালের ১৬-১৭ সেপ্টেম্বর কানাডার মন্ট্রিলে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল ফান্ডের ৫ম রিপ্লেনিশমেন্ট সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব এইডস, যক্ষা ও ম্যালেরিয়া রোগ তিনটির নির্মূলে এ পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং এসব সংক্রামক ব্যাধি নির্মূলে সর্বোচ্চ তহবিল সংগ্রহ করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধনী অধিবেশনে তার বক্তব্যে বলেন, অঙ্গীকার, সংকল্প ও সংহতির মাধ্যমে এসব ব্যাধি নির্মূল করা সম্ভব।

STEC
GOA

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ইউনাইটেড নেশনস সামিট অন রিফিউজিস অ্যান্ড মাইগ্র্যান্টস-এর প্লেনারি সেশনে বক্তব্য রাখেন। এ সময় তিনি অভিবাসী ও শরণার্থী ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বদরবারে তুলে ধরেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, অভিবাসন সমস্যার মোকাবেলায় পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ, যৌথ দায়বদ্ধতা এবং সকলের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। একই দিন বিকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'গ্লোবাল কমপ্যাক্ট ফর সেফ, রেগুলার অ্যান্ড অর্ডারলি মাইগ্রেশন: টুওয়ার্ডস রিয়েলাইজিং দ্য ২০৩০ এজেন্ডা ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অ্যাচিভিং ফুল রেসপেক্ট ফর হিউম্যান রাইটস অব মাইগ্র্যান্টস' শীর্ষক গোলটেবিল সেশনে সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী মি. স্টেফান লভেনের সাথে যৌথ-সভাপতিত্ব করেন। তিনি প্রস্তাবিত গ্লোবাল কমপ্যাক্ট অন মাইগ্রেশনে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলোর যথাযথ প্রতিফলন নিশ্চিত করা এবং শরণার্থী, জলবায়ু উদ্বাস্তু ও অভিবাসীদের অধিকার সুরক্ষার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেয়ার আহ্বান জানান।

২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'মেকিং এভরি উইম্যান অ্যান্ড গার্ল কাউন্ট' শীর্ষক সভায় অংশগ্রহণ করেন। একই বছর ২১ সেপ্টেম্বর ইউএন-উইম্যান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। একই অনুষ্ঠানে গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফোরাম তাকে এজেন্ট অব চেঞ্জ শীর্ষক সম্মানজনক পুরস্কারে ভূষিত করে। নারী সমাজকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করে একটি জাতির ভাগ্যের আমূল পরিবর্তন ঘটানো এবং নারী উন্নয়নের সফল অভিযাত্রায় বিচক্ষণ নেতৃত্বদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সংস্থা দু'টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এসব সম্মাননায় ভূষিত করে।

২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ বিশ্বের প্রাচীনতম আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা অরগানাইজেশন অভ আমেরিকান স্টেট (ওএএস) এর স্থায়ী পর্যবেক্ষকের পদমর্যাদা লাভ করে। এই মর্যাদা লাভের মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়ন, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সন্ত্রাস নির্মূল, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সহ নানা বিষয়ে ওএএস ভুক্ত দেশগুলোর সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধির অবারিত দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) নির্বাহী চেয়ারম্যান প্রফেসর ক্লাউজ শোয়াবের বিশেষ আমন্ত্রণে ২০১৭ সালের ১৭-২০ জানুয়ারি সুইজারল্যান্ডের ডাভোস শহরে অনুষ্ঠিত ডব্লিউইএফের ৪৭তম বার্ষিক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। ডাভোস সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, রেসপনসিভ অ্যান্ড রেসপনসিবল লিডারশিপ। ওই সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে 'গো গ্রিন' নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে বলে বিশ্বকে অবহিত করেন। দারিদ্র্যকে এ অঞ্চলের অভিন্ন শত্রু হিসেবে আখ্যা দিয়ে তা বিলোপের জন্য সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য ও যোগাযোগ বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ, এবং জনগণ পর্যায়ে অধিকতর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আইভরি কোস্টের রাজধানী আবিদজানে ২০১৭ সালের ১০-১১ জুলাই ওআইসি পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের ৪৪তম সম্মেলন (সিএফএম) অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ৭ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি। মুসলিম বিশ্বের সমস্যা মোকাবেলায় তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৪-দফা প্রস্তাব, যথা, উগ্রবাদীদের অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করা, সন্ত্রাসবাদের জন্য অর্থ সরবরাহ বন্ধ করা, উম্মাহর মধ্যে বিভেদ দূর করা এবং আলোচনার মাধ্যমে দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ নিরসনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি তার বক্তব্যে এসব খাতে বাংলাদেশের অর্জিত সাফল্যের কথা তুলে ধরেন।

২০১৭ সালের ১-৭ নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের (সিপিএ) ৬৩তম সম্মেলন। ২০১৭ সালের ১ এপ্রিল দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক শীর্ষ সংসদীয় সভা ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের (আইপিইউ) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

২০১৮ সালের ১৪-১৫ মে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় মানবাধিকার সংক্রান্ত বাংলাদেশের তৃতীয় ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ (ইউপিআর) সভা অনুষ্ঠিত

হয়। বাংলাদেশ থেকে মাননীয় আইনমন্ত্রীর নেতৃত্বে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, লেজিসলেটিভ ডিভিশনের সিনিয়র সচিবসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল এতে অংশ নেয়। এখানে বিগত চার বছরে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সুরক্ষায় বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে তুলে ধরা হয়। এ সভায় জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং মানবাধিকার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানান এবং সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাছাড়া, রাষ্ট্রসমূহ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ও মানবিক সাহায্য প্রদানের জন্য বাংলাদেশ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কাজাখাস্তানের রাজধানী আস্তানায় ২০১৭ সালের ১০-১১ সেপ্টেম্বর 'ফার্স্ট সামিট অব দ্য অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কোঅপারেশন (ওআইসি) অন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি' অনুষ্ঠিত হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল এতে অংশগ্রহণ করে। ওআইসির সদস্য দেশসমূহের মধ্যে ২৫ জন রাষ্ট্র/সরকার প্রধানসহ অন্যান্য সদস্যদেশসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সম্মেলনে যোগদান করেন।

الدورة الخامسة والأربعون لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي
2018
45th Session of the OIC Council of Foreign Ministers
Dhaka, 5-6 May 2018
45ème Session du Conseil des Ministres des Affaires étrangères de l'OCI
Dhaka, 5-6 Mai 2018

45TH
SESSION
OF THE OIC COUNCIL
OF FOREIGN
MINISTERS
DHAKA 2018

৪৫তম সিএফএম

২০১৮ সালের ৫-৬ মে ঢাকায় ৪৫তম ওআইসি কাউন্সিল অব ফরেন মিনিস্টারস (সিএফএম) অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সম্মেলন উদ্বোধন করেন। আয়োজনে ওআইসিভুক্ত ৫৬টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ৫৩টি রাষ্ট্রসহ মোট ৫৮টি রাষ্ট্র এবং ৫২টি আন্তর্জাতিক সংস্থা অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ছিলেন ২২ জন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ১৩ জন প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী, এবং অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলের সাথে ওআইসি সচিবালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানগণ। মোট ১১০টি প্রতিনিধিদলের প্রায় ছয় শত প্রতিনিধি এ সম্মেলনে অংশ নেন।

ion du Conseil des Ministres des Affaires étrangères de l'OCI
sion des valeurs islamiques pour la paix durable, la solidarité et le développement
Dhaka, 5-6 Mai 2018
Chairman

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিজ ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড এবং তার প্রতিনিধিদল অংশ নেন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এ সম্মেলনের আয়োজক দেশ হিসাবে বাংলাদেশ ওআইসি সিএফএম-এর ৪৫তম সেশনের সভাপতিত্ব লাভ করে। ওআইসিভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এ সম্মেলনটির মূল প্রতিপাদ্য ছিল, ইসলামিক ভ্যালুজ ফর সাসটেইনেবল পিস, সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট।

ঢাকা সম্মেলনে যে বিষয়গুলো আলোচনায় গুরুত্ব পায় সেগুলো হচ্ছে, মুসলিম বিশ্বের সংঘাত ও চ্যালেঞ্জ, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী, বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের মানবিক বিপর্যয় ও এর সমাধানের উপায়, বিশ্বব্যাপী তৈরি হওয়া 'ইসলামোফোবিয়া' দূরীকরণের উপায়, যথা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির আন্তঃসংলাপ, মুসলিম উম্মাহর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়সহ বিভিন্ন ধরণের সহযোগিতা। এছাড়া প্যালেস্টাইন ও আলকুদসের জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবী ও অধিকারের বিষয়টি আলোচনায় বরাবরের মতই গুরুত্ব পায়। সম্মেলনে রোহিঙ্গা সংকট এবং ওআইসি সংস্কারের বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

এসব ছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সংস্থায় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ও সক্রিয় তৎপরতা রয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য, ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি), জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, আসিয়ান রিজিওনাল ফোরাম, ভারত মহাসাগরীয় বলয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা, ডি-৮, এসিডি (এশীয় সহযোগিতা সংলাপ), এশিয়া মধ্যপ্রাচ্য সংলাপ (এএমইডি), সাংরি-লা সংলাপ বা নিরাপত্তা বিষয়ক সংলাপ এবং বালি প্রসেস।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

২১. সাফল্যের মুকুটে অন্যান্য অর্জন

ভিজিট বাংলাদেশ প্রোগ্রামের আওতায় ৪০টি দেশের প্রায় ২৫০ জন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তি সরকারের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ সফর করেছেন। এছাড়া ২০১৪ সালে অমর একুশে উপলক্ষ্যে জাপান থেকে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ১০ জন শিক্ষার্থী বাংলাদেশ সফর করেন।

সন্ত্রাস বিরোধী পদক্ষেপ

২০১৬ সালে গুলশানে হলি আর্টিজানে জঙ্গি হামলায় আইন শৃংখলা বাহিনীর সফল অভিযান, শোলাকিয়ার জঙ্গি হামলা প্রতিরোধ, কল্যাণপুরসহ বিভিন্ন জঙ্গি আস্তানা থেকে সশস্ত্র জঙ্গিদের আটক, উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সৃষ্ট জঙ্গিবাদ দমনে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বাংলাদেশ। বিভিন্ন বিদেশি রাষ্ট্র এসব ইতিবাচক উদ্যোগের প্রশংসা করেছে।

২০১২ সালের জন্য ঢাকাকে এশীয় অঞ্চলের ইসলামি সংস্কৃতির রাজধানী ঘোষণা দেয় আইএসইএসসিও।

আসেম ও সিআইসিএ জোটে নতুন সদস্য হিসাবে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি ঘটে এ সময়।

পদার্থবিজ্ঞান গবেষণায় বিশ্বের সর্ববৃহৎ ও সর্বাধুনিক গবেষণাগার ইউরোপিয়ান অর্গানাইজেশন ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ (সার্ন)-এর সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার বাংলাদেশের ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন অ্যাগ্রিমেন্ট চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন ও সহযোগিতা বৃদ্ধিতে আগা খান ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের (একেডিএন) সাথে বাংলাদেশ সরকারের প্রটোকল স্বাক্ষর হয়েছে।

অনন্য একটি অর্জন, বাংলাদেশের অব্যাহত কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে ইউনেস্কো ২০১৬ সালে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'-কে ইন্ট্যাঞ্জিবল ওয়ার্ল্ড কালচারাল হেরিটেজ হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। পাশাপাশি বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও পর্যটনভিত্তিক বিভিন্ন প্রকাশনার মুদ্রণ ও বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর আগে ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউটকে ক্যাটাগরি-২ এর মর্যাদায় উন্নীতর ঘোষণা দেয় ইউনেস্কো।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ
Ministry of Foreign Affairs
Government of the People's Republic of Bangladesh
www.mofa.gov.bd